স্মরণিকা

তৃতীয় বর্ষ
২০১১

No nation can progress faster than its education system

কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজ অ্যালাম্‌নি এ্যাসোসিয়েশন

কৃষ্ণনগর • নদীয়া

কালীনগর কো-অপারেটিভ কলোনী এন্ড ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

(কম্পিউটার চালিত ও সরকার অনুমোদিত)

রেজি নং ঃ ২১-এন/৫৭

কালীনগর, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। দূরভাষ ঃ ২৫৭৭৩৪

সেভিংস ডিপোজিট, রেকারিং ডিপোজিট, ক্যাশ সার্টিফিকেট, মাসিক আয় প্রকল্প, স্বল্প মেয়াদী স্থায়ী আমানত ইত্যাদি বিভিন্ন স্কীমে টাকা জমা হয়। সম্পত্তি বন্দক, ৫৮ ধারা মতে কর্জ, **CG** লোন ও **N.S.C., K.V.P.** ও সমিতির ক্যাশ সার্টিফিকেটের উপর লোনের ব্যবস্থা আছে।

কো-অপা. পরিচালিত ঃ সেবায়ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার

নদীয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম মূল্যে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে এক্স-রে, আল্ট্রা সোনোগ্রাফি, ই.সি.জি., রক্ত, মল, মূত্র ও কফ পরীক্ষা করা হয় অভিজ্ঞ ডাক্তার ও টেকনিসিয়ান দ্বারা। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে আল্ট্রা সোনোগ্রাফি করা হয় এবং রোগী দেখা হয়।

খোলার সময় ঃ প্রতিদিন সকাল ৮-৩০টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত।

নমুনা মূল্য ঃ

USG (Whole Abdomen)	Rs. 400/- (with film)
USG (Lower / Upper Abdomen)	Rs. 200/- (with film)
USG (Pregnancy)	Rs. 250/- (with film)
X-Ray (Per Plate)	Rs. 50/- (with film)
E.C.G.	Rs. 40/-

প্রতি মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় গ্যাস্ট্রো-এন্ট্রোলজিষ্ট ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (এম.ডি.) রোগী দেখেন।

মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবার সকাল ৯-৩০ মিনিট থেকে জেনারেল বিভাগের চিকিৎসক রোগী দেখেন।

যোগাযোগ ঃ Ph. No. : 9474788072, 257734

নদীয়ার সেরা **BOLERO XL** অ্যাম্বুলেন্স কম টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়।

ফোন নং ঃ ৯৩৩২৩৯১৯০২ (ড্রাইভার), ৯৪৩৪১৯১২০৭

কো-অপা. পরিচালিত ঃ সংহতি লজ

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য অল্প টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়।

শিবনাথ চৌধুরী
(চেয়ারম্যান)

শ্রীবিপুলকৃষ্ণ সরকার
(সম্পাদক)

তৃতীয় প্রাক্তনী সম্মেলন

অনুষ্ঠান সূচী : ২০ ফেব্রুয়ারী (রবিবার)

সকাল ৯টা ৩০মি	:	সদস্যপদ রেজিস্ট্রেশন ও পুনর্নবীকরণ এবং ডেলিগেট কুপন বিলি
১১টা	:	এ্যালাম্‌নি পতাকা উত্তোলন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
১১টা ৩০মি	:	অধ্যক্ষের ভাষণ ও উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা
১১টা ৩৫মি	:	অ্যালাম্‌নির পক্ষে স্বাগত ভাষণ
১১টা ৪০মি	:	বিশিষ্ট অতিথিগণের ভাষণ
১২টা	:	সভাপতির ভাষণ
১১টা ১৫মি	:	বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পাদকের প্রতিবেদন আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ
		আলোচনা নতুন কমিটি গঠন
দুপুর ১টা ৩০মি	:	মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি
২টা ৩০মি	:	প্রাক্তনীদের স্মৃতিচারণা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
৫টা	:	সভাপতি কর্তৃক সমাপ্তি ঘোষণা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন

With best wishes from :

BITHIKA SCIENTIFIC INSTRUMENTS

Prop. Subimal Halder

We Deals in :

- SCIENTIFIC INSTRUMENTS AND CHEMICALS
- HI-MEDIA S. R. L.
- SURVEYING CIVIL ENGG. SOILS
- PHYSICS, ELECTRONICS, OPTICAL
- OSAW, INCO, DEVCO
- GEOGRAPHY INSTRUMENTS
- BIO TECH GEL
- BOROSIL (R) DURAN
- TRANSONS REMI
- OLYMPUS MICROSCOPE
- AUDIO-VISUAL EQUIP

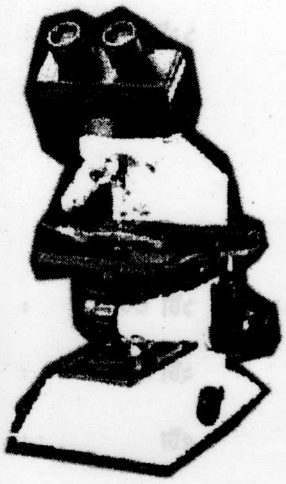

Phone : 2593 3200

Telefax : 033-2593-3200

Mobile : 9831108997

75/A, Chandra Master Road, Barrackpore, Kol - 700 122

এই কলেজের সমস্ত প্রাক্তনীর মৃত্যুতে
গভীর ভাবে শোকাহত

প্রত্যেক প্রাক্তনীর অমর
আত্মার শান্তি কামনা করছি

Sanjay Bansal, I.A.S.

জেলা শাসক ও সমাহর্তা
নদীয়া
District Magistrate & Collector ,
Nadia.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
প্রশাসনিক ভবন
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ADMINISTRATIVE BUILDING
KRISHNAGAR, NADIA.
Telephone : 03472-251001(Off.)
03472-252052/252557 (Resi.)/252294(Fax)
Email : dm-ndi@nic.in / dm-nad-wb@nic.in

Message

****

I am glad to note that Annual Re-Union of Ex-students and Ex-teachers of Krishnagar Government College under the banner of Krishnagar Government College Alumni Association will be held on 20th February, 2011 at the Krishnagar Government College premises. I am also glad to know that to mark this occasion they will published a 'Souvenir'.

I convey my good whishes to the organisers and members of Krishnagar Government College Alumni Association and wish the success of Annual Re-Union.

[Sanjay Bansal]]
District Magistrate, Nadia.

To
Dr. Pijush K, Tarafder,
Secretary,
Krishnagar Govt. College Alumni Association,
Krishnagar, Nadia

Meghlal Sheikh
Sabhadhipati
NADIA ZILLA PARISHAD
KRISHNAGAR

Office : 03472-252499
Chember : 03472-256106
Fax : 03472-253085

E-mail - sabhadhipati-ndi@nic.in

Dated: 15-02-2011

Message

It gives me an immense pleasure to learn that Krishnagar Government College Alumni Association is going to organize its Annual Re-Union of Ex-students and Ex-teachers of Krishnagar Govt. College on 20th February, 2011 in a befitting manner.

I am equally happy to learn that a colorful Souvenir is also being published to mark the occasion.

On the occasion I convey my heartiest felicitations to the Organizing Committee and wish this programme a grand success.

Meghlal Sheikh
Sabhadhipapti

To:
Secretary
Krishnagar Government College Alumni Association

সুবিনয় ঘোষ
সদস্য,
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

বৌবাজার পূর্ব লেন
পো : কৃষ্ণনগর, থানা : কোতয়ালী,
জেলা : নদীয়া
ফোন : ২৫১৩৩৩ (অ)
২৫০২৭১ (বাড়ি)
চলভাষ : ৯৪৩৪০৫৬৩৩৭

তারিখ 12-02-2011

The Secretary,
Krishnagar Government College Alumni Association.
Krishnagar, Nadia.

"Message"

It gives me much pleasure with high gladness that on 20th February 2011 the celebration of Re-union will be held in favour of Ex-students together with the Respected Ex-teachers.

Now a days this programme keeps a role of significance as the occasion is entrusted with a glorious educational institution which is commemorative a great reputation to all the educative citizen.

I must appreciate this "occasion" should have a scope to inspire the students of present generation who build up the unity of Harmony and integrity for ensurance of development their society, country as well as motherland along with the moral character. Students' activities require the civilization with their disciplined behaviour, mental strength and good physique. This programme must preserve the college campus for enrichment to growup a fresh-culture among the students and good relationship with the teachers. traditionally."

I convey my best wishes and dignified respect to all the participants. also publication of remarkable Souvenir to bear a special value as a mile stone to the beloved students of all the educational institutions.

[signature]
Subinay Ghosh 12-02-11
Member
W.B Legislative Assembly

Dhirendra Nath Biswas
M.Sc. Ph. D. (Cal.)

6, Ram Kumar Mitra Lane,
P.O. Krishnagar, Dt. Nadia (W.B.)
Pin-741101
☎ : (03472)253466

Date.................................

।। সভাপতির নিবেদন ।।

২০শে ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তনীগণের পুনর্মিলন উৎসব। এই অনুষ্ঠানে সকল প্রাক্তনীগণকে সাদর অভিনন্দন। গত বৎসরে সমিতির কর্মকাণ্ডের বিবরণ সমিতির সম্পাদকের প্রতিবেদনে দেওয়া আছে। এখানে কেবল কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়কে "একক বিশ্ববিদ্যালয়" স্তরে উন্নয়ণ বিষয়ে মাননীয় সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করি।

কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চশিক্ষা বিস্তার বিষয়ে যে নতুন নীতি গ্রহণ করেছেন তাতে কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের একক বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়নে প্রাক্তনী সভা যেসকল আবেদন কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়েছে তা স্মরণিকা পত্রিকায় ছাপানো আছে।

আশা করি মাননীয় সদস্যগণ সে বিষয়ে অবগত হবেন এবং প্রয়োজনে তাঁদের চিন্তাভাবনা ও মতামত দানে কলেজের উন্নয়ণ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।

ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৬/০২/১১

With Best Complements From :-

CENSIA

Central Scientific Agency

Manufacturer and Dealers in :

Incubator, Hot Air Oven, B.O.D. Laminer Air Flow Furnace, EGGINCUBATER Etc & All Scientific Requisities For –

University, College, School, Agriculture, Industry, Survey, Vaterinery, Laboratories.

BELGHARIA, P.O. PRITINAGAR
DIST. NADIA. PIN - 741247
We repair all kinds of microscopes & instruments
SHOW ROOM :- J. ROY ENTERPRISE,
15, SHYAMACHARAN DEY STREET
KOLKATA - 700 073

OFFICE & FACTORY
Tele No. : 9333512217, 9434505100, 9434505136
Showroom : 9433111215, 9830377425

FROM THE DESK OF THE SECRETARY

A warm welcome to all of you to the 3rd Annual Reunion, organized by the Alumni Association of Krishnagar Govt. College. The warmth that you extended is beyond expression. I expect that this platform will be utilized for the re-union of the alumni in the future as well. It is disheartening to find that one of the founder members of this association S.M.Badaruddin (Membership No. 2/1943) and few of our alumni have left for their heavenly abode. I, on behalf of all the members of this association, pray that their souls rest in peace.

Our association is deeply concerned about the growing terrorist activities in different parts of our country that claim the lives of innumerable innocent people. We condemn such barbaric activity and want that immediate measures be taken to stop the same. Let peace and harmony be established among the people of our society irrespective of cast, creed and gender. Recently, the prices of essential commodities including the petroleum products have risen sharply that is creating tremendous pressure on the unorganized section of the society to sustain livelihood. We are seriously concerned with the issue.The murder of the Addl. Collector of Malegaon district in Maharastra, by the reported oil maffiasSri Yashwant Sonawane, makes us contemplate the fate of sincere, honest officials in our country. We strongly feel that the Government should urgently address these issues.

Coming back to the education sector, we find that two new Universities are coming up in our state - one in Purulia District and the other in Malda District. Presidency College has also been upgraded to a university. A number of colleges of our state have followed suit and placed their demands to the Govt. to upgrade them to the status of autonomous universities. We have learnt that the alumni association of Presidency College played a pivotal role in the upgradation of Presidency College to a university through talks with the Teachers' Council, the Principal, the M.I.C. of Higher Education and other related bodies. The ministry of Human Resource Department, India, has proposed plans to upgrade old and heritage colleges to unitary/ autonomous universities in the 11th Plan Period and also allocated funds for the implementation of the same. Based on such inspiring news coupled with the advice of the Member Coordinator of the NAAC Peer team, we submitted a prayer application to him for transmission to the Chairman UGC on 9th September, 2008 to include K.G.C. in this panel for consideration. Copies of the same prayer were also submitted to the Principal of K.G.C., the D.P.I. and the M.I.C. of H.E.

Later, a letter of memorandum urging to take necessary steps in this regard was also submitted on 25th February, 2009 to the Principal, K.G.C., a copy of which was also transmitted to the Hon'ble M.P. & Hon'ble M.L.A. After waiting for a complete year, we heard that the Honble M.P. has given due importance to this effect and we are informed that the U.G.C. has started its course of action to this effect. We immediately submitted a letter to the Principal on 1.6.2010 for necessary action in this regard. On 25.6.2010 a request to provide the latest information as to the up gradation proposal was made to the Principal, K.G.C. copies of which were forwarded to the D.P.I., secretary higher education, D.M Nadia.and to Sri Tapas Pal, M.P.

Mentioning all the facts since Sept.2008 ,another letter was submitted to the Principal K.G.C on 25.7.2010 requesting him to apply in the format prescribed by the U.G.C without making further delay. Copies of this letter are again transmitted to all the higher authorities. But unfortunately, no written response has been received so far. I personally visited Bikash Bhavan, Kolkata a number of times to meet the higher education authorities but to no avail. The information I got from the Asstt. Secretary,H.E.& the U.G.C section that our application has been forwarded to the D.P.I for his opinion. Further, I made telephonic conversation with few M.L.A.s of Nadia requesting them to look into the matter.

To realize our dream-a dream for the development of our alma-mater, a civic convention was organized at the college premises on 18.8.2010. In this convention a large number of distinguished persons from all walks of life gathered and highly appreciated the role taken by the alumni association in regard to the upgradation of this heritage college. To fulfill their hopes they voiced together as to their co-operation in any form as and when needed. If we continue our effort this college will definitely be upgraded to a University. I am confident that we will reach the goal if we all work together.

We started functioning of this association in 2008 with only some 28 members. At present some200 ex-students have associated themselves with this association. I sincerely hope that in the coming days many more ex-students & ex-teachers of this institution will come forward to run it in right path for total development of this premier institution. In this regard I appeal to all the distinguished members present in this reunion to extend their wholehearted support in the way we are moving forward. Once again I firmly believe that we will attain our ambition if we commit ourselves completely. The association is still amidst a financial crisis. As a result most of the objectives contained in our memorandum remain unachieved. Hope, some more active members will come forward for the next Executive Committee to fulfill the aims and objectives of the association.

The audited report of the income and expenditure for the accounting year 2008-09 has been placed for your acceptance. Meanwhile, the income and the expenditures of the association for the period 2009 - 2010have been prepared by the treasurer Shri Khagendra nath Pal and the account has been checked and verified by Shri Sampad Narayan Dhar. The accounts are placed before you for your consideration. The auditing farm has been engaged to audit the accounts and the audited report will be placed before you in the next AGM.

Last of all I express my humble gratitude to all the honorable members present here in this glorious ceremony. My best wishes to all of you. Thank you very much.

BIPLAB SAHA & ASSOCIATES

Chartered Accountants

40, R N. Tagore Road
Fancy Market, 2nd Floor, Krishnagar Nadia
Phone . 9233351491/9932604402
E-mail gotobiplab@gmail.com

Ref : .... Date ....

KRISHNAGAR GOVT. COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION

KRISHNAGAR GOVT. COLLEGE.
Krishnagar, Nadia, West Bengal,

Balance Sheet as at 31st March 2008

Liabilities	Amount Rs.	Amount Rs.	Assets	Amount Rs.	Amount Rs.
Capital Account			U.B.I.Krishnagar.		
Net Income Over Expenditure		7,992.00	S/B A/c - 0215010448604		7,950.00
			Cash in hand		42.00
		7,992.00			7,992.00

AUDITORS REPORT

We have examined the above Balance Sheet of "KRISHNAGAR GOVT. COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION" COLLEGE KRISHNAGAR GOVT. of Krishnagar, Dist.Nadia, W.B, as at 31st March 2008 and the annexed Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the Year ended on that date with the Books, Vouchers and other relevant documents as produced to us and have found the same to be in accordance therewith.

Sign in terms of our separate report on even date
For BIPLAB SAHA & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Place: Krishnagar
Date: 08/07/2008

C.A Biplab Saha (M.No-064924)
(Proprietor)

KRISHNAGAR GOVT. COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION

KRISHNAGAR GOVT. COLLEGE.
Krishnagar, Nadia, West Bengal,

Receipts & Payments Account for the year ended on 31st March, 2008

Receipts	Amount Rs.	Payments	Amount Rs.
To Annual Membership Fees (Life membership & Registration Fees etc.)	13,600.00	By Registration fees Exp.	150.00
		By Printing & Stationery	444.00
		By Office Expenses	332.00
		By Meeing Expenses	779.00
		By Travelling Expenses	477.00
		By Postage Expenses	328.00
		By Stamp etc.	350.00
		By Membership form Expenses	900.00
		By Cultural Programe Expenses	1740.00
		By General Expenses	108.00
		By Deposite to Bank. (U.B.I.)	7950.00
		By Cash in Hand	42.00
	13,600.00		13,600.00

Sign in terms of our separate report on even date
For BIPLAB SAHA & ASSOCIATES
Chartered Accountants

BIPLAB SAHA & ASSOCIATES KRISHNAGAR Chartered Accountants

C.A Biplab Saha (M.No-064924)
(Proprietor)

Place: Krishnagar
Date: 08/07/2008

KRISHNAGAR GOVT. COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION

(Regn No. S/IL 51964) Dated 25.4.2009)
Krishnagar, Nadia, Ph. No. (03472) 252810 /252863.

www.krishnagarcollegealumni.org / e-mail : kgc.alumni.association@gmail.com

Names, address and description of the members of the Executive Committee 2010

	Name and address	**Description**
1.	Dr. Michael Das Principal,Krishnagar Govt college .	Patron
2.	Dr. D.N.Biswas	President
3.	Sri Kanailal Biswas	Vice President
4.	Brojendra Nath Dutta	Vice President
5.	Smt Bharati Das	Vice President
6.	Dr.Pijush Kumar Tarafder	Secretary
7.	Dr. Dipak Kumar Biswas	Asstt. Secy
8.	Sri Sibnath Chowdhuri	Asstt.Secy
9.	Sri Shyamaprasad Biswas	Asstt.Secy
10.	Khagendra Nath Dutta	Treasurer

Members :

1)Sri Samir Kumar Halder, 2)SriDilip Guha 3)Sri Apurba Bag 4)Sri Dipankar Das, 6) Sri Ajit Nath Ganguly,7)Smt.Manjulika Sarkar, 8)Prof Sirajul Islam, 9) Sri Tapas Kumar Modak, 10) Prof. Sudipta Pramanik 11) Sri chandan Kanti Sanyal (9232467217) 12) Sri Asoke Kumar Bhaduri (03472-320814), 13) Sri Ananta Banerjee (94343228230), 14) Sri Swadesh Roy (9972377420), 15) Sri Sampad Narayan Dhar (9433350604 16) Archana Ghose Sarkar (03472 252474) 17) Sri Basudeb Saha (9832276558) 18) Sri Sachin Chakraborty (03325829556) 19) Mita Dey 20) Salil Kr. Ghosh.

Sub Committies for organising Alumni Reunion 2011

Patron-in-Chief : Dr. M. Das, Principal
President : Dr. D. N. Biswas
Secretary & Co-ordinator : Dr. P Tarafder

1. **Publicity and communication Sub-Committee :**
   Sampad Narayan Dhar (Convener), Shyamaprosad Biswas, Sibnath Chowdhury, Ananta Banerjee, Apurba Bag, Indranil Chatterjee, Prosanta Kr. Mukhopadhyay, Subimal Chandra.

2. **Reception Sub-Committee :**
   Tapas Kr. Modak, Dhirendra Nath Biswas, Ajitnath Ganguli, Chandan Kanti Sanyal, Asoke Bhaduri, Archana Ghosh (Sarkar), Dilip Gaha, Chinmoy Bhattacharya, Sirajul Islam, Brojendra Naryan Dutta, Basudev Saha, Nirmal Sanyal, Sudipta Pramanick, Pijush Tarafder, Manjulika Sarkar.

3. **Finance and Registration Sub-Committee :**
   Khagendra Kr. Dutta (Convn.) Kanailal Biswas, Ashes Das, Sachin Chakraborty, Dipak Biswas, Swadesh Roy, Apurba Bag, Bidyut Sengupta.

4. **Cultural and decoration Sub-Committee :**
   Brojendra N. Dutta and Dipankar Das (Jt. Con.), Salil Ghosh, Nirmal Sanyal, Ananta Banerjee, Manjulika Sarkar, Archana Ghosh (Sarkar), Dilip Guha, Manashi De, Mita De, Marjina Ghosh (Guha), Ambuj Moulick.

5. **Souvenir Sub-Committee :**
   Dr. Basudev Saha (Convener), Sibnath Chowdhury, Shyama Prasad Biswas, Ananta Banerjee, Dipak Biswas, Debdas Acharya.

6. **Refreshment Sub-committee :**
   Dr. Sudipta Pramanick & Smt. Bharati Das (Bagchi) (Jt. Convener), Samir Halder, Mita De, Pijush Tarafder.

// স্মরণিকা কথা //

কৃষ্ণনগর কলেজ এক অতিপ্রাচীন কলেজ। আজকাল কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ নামেই বেশি পরিচিত। একসময়ে বঙ্গদেশে প্রেসিডেন্সি কলেজ, হুগলি মহসীন কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজের নাম প্রায় একসঙ্গেই উচ্চারিত হত। শিক্ষাচর্চায় এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তিনটির প্রায় সমান মর্যাদা ছিল বলেই আমাদের ধারণা।

কৃষ্ণনগর কলেজের নব পর্যায়ে প্রাক্তনীদের তৃতীয় পুনর্মিলনোৎসব হচ্ছে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১১। ঐ দিন প্রাক্তনীদের সাধারণ সভাও হবে।

উপস্থিত সদস্যগণ ও অতিথিবর্গের প্রাণোচ্ছলতায় এই উৎসব আনন্দময় ও শুভময় হয়ে উঠবে আশা করি। এই উৎসবকে উপলক্ষ্য করেই এই স্মারক পত্রিকা।

পশ্চিমবঙ্গ আজ অসুস্থ। বড়ো দুঃসময় তার। সংকীর্ণ রাজনৈতিক চেতনায় আচ্ছন্নদের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রভাবেই বুঝিবা দুষ্কৃতীরা দেশের চারদিকে মানব-নিধন যজ্ঞে মত্ত হয়েছেন। কত মানুষই না মরছেন, জখমও হচ্ছেন অনেক। দেশের উন্নতি সাধনে, মানব কল্যাণে যেখানে মানবশক্তির সক্রিয় থাকার কথা। তাঁদের এধরণের কর্মকাণ্ডের সাফল্যে যেখানে দেশজুড়ে আনন্দোৎসব হওয়ার কথা, সেখানে নানান দলদাস মানুষগুলির কীর্তিকলাপে দেশময় শুরু হয়েছে মানুষের মরণোৎসব। হায় দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক দল সমষ্টি!

দেশের সব মানুষ, তথা যুব শক্তি এই মানব শক্তিনাশের ক্রিয়া থেকে সংকীর্ণ, মতলববাজ মানুষকে দূরে রেখে প্রকৃত অর্থে দেশ গঠনের কাজে আত্মশুদ্ধ মানুষকে সক্রিয় করার চেষ্টায় ব্রতী হোন — আজকের এই উৎসব থেকে আসুন এই ডাক আমরা সবাই সম্মিলিত কণ্ঠে দিই। আসুন, সাধ্যমতো স্বার্থত্যাগ করে সবাই আমরা যথার্থ সামাজিক মানুষ হয়ে উঠি।

আর একটি সুন্দর কাজে ব্রতী হওয়ার জন্য আমাদের সবাইকে এক হয়ে কাজে নামতে হবে। ২০০৮ সাল থেকে আমাদের ও কৃষ্ণনগরের অনেক অনেক নাগরিকের যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে কৃষ্ণনগর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার, তাকে পরিপূর্ণ সফল করতেই হবে। কৃষ্ণনগরের বর্তমান সাংসদ মাননীয় শ্রী তাপস পাল মহাশয় লোকসভার মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আমাদের এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার বিষয়ে আমাদের কথা জানিয়েছেন। শুনেছি তাঁর চেষ্টায় কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কৃষ্ণনগর কলেজকে এ বিষয়ে আবেদন জানানোর জন্য উদ্যোগী হতে বলেছেন। বিষয়টি নিয়ে এই কলেজের 'প্রাক্তনী-নেতৃত্ব' ও সচেষ্ট হয়েছেন।

আসুন আমরা সবাই এ বিষয়ে চেষ্টা করি। কৃষ্ণনগরবাসী তথা নদিয়াবাসীকে-ও বিষয়টি নিয়ে সক্রিয় হতে অনুরোধ করি।

আমাদের এই পুনর্মিলনোৎসব ও সাধারণ সভা এই সব কাজের মধ্য নিয়ে সার্থক হোক, হোক স্মরণীয়।

স্মরণিকায় প্রকাশিত রচনাদিই নিজ নিজ পরিচয় দেবে। অনিবার্য কারণে যাঁদের লেখা প্রকাশ করা গেলনা, তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

একটি বিশেষ বেদনার কথা না বললেই নয়। আমাদের কলেজের বিশিষ্ট প্রাক্তনী, নদিয়ার স্বনামধন্য আইনজীবী শ্রদ্ধেয় এস. এম. বদরুদ্দিন আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন চিরদিনের জন্য। একথা সত্য যে আমাদের অন্তরলোকে তিনি থাকবেন চিরকাল। তাঁর বিয়োগ বেদনার মধ্যেও এটিই দ্যুতিময় সত্তা। তাঁর বিয়োগ ব্যথার আমরাও অংশীদার — তাঁর শোকার্ত পরিবারের সদস্যদের বিনম্রভাবে একথা জানাই।

স্মরণিকা সম্পাদনার কাজ আমার নামে হলেও, যথার্থভাবে তা করেছেন শ্রী শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস তাঁকে ভালোবাসা জানাই। পুনর্মিলনোৎসব কমিটি ও উপসমিতিগুলির সব সদস্যকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাচ্ছি। স্মরণিকায় থেকে যাওয়া ত্রুটিগুলি মার্জনা করবেন অনুগ্রহ করে।

দেশ গৌরব জগৎপূজ্য মহামানব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণায় আত্মানুসন্ধান প্রয়াস

- যতীন্দ্র মোহন দত্ত ।

শোন হে মানুষ ভাই -
বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান,
মধ্যে কোনো ভেদাভেদ - আমি দেখি নাই ।
মানুষ মাত্রেই সমান ।
তাই আমি - সকল মানুষের
মঙ্গল চিন্তা করে যাই ।

কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে খ্রীষ্টান,
কে কোন ধর্মের মানুষ -
আমার মনে এ প্রশ্ন আসে নাই ।

সর্বত্র সমান জ্ঞান,
সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই - বৈষ্ণবধর্ম ।
কখনো হিন্দু, মুসলমান,
ছোট জাতি - বড় জাতি,
ভেদ জ্ঞান করি নাই।

সমদর্শনই সত্য ।

সবার উপরে মানুষ যে আছে
তাহার উপরে নাই

মানবতাই সবার উর্দ্ধে ।
আত্মানুসন্ধানই আমাকে
সত্যের পথে নিয়ে যায় ।

বহুজনের মঙ্গল, বহুজনের সুখে
জীবন উৎসর্গ করতে চাই -
এখানেই আমার শান্তি ।
ইহাই মানবজীবনের মূল্য,
ইহাই আমার মানবধর্ম ।

আমার উদ্দেশ্য সামাজিক হিতসাধন ।
যাহা সত্য তাহাই তো ধর্ম ।
পরোপকারই আমার কাম্য ।

শ্রী কৃষ্ণের সেই বংশীধ্বনি এখনও
কানে বাজে রবীন্দ্রনাথের গানে -
'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে'।

তাই মানুষের কল্যাণসাধনে,
একাই আমি এগিয়ে যেতে চাই -
রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই আমার নৈবেদ্য ।

রবীন্দ্রভবনের পঞ্চাশ বছর ও কৃষ্ণনগর কলেজ

ড. দীপক বিশ্বাস (১৯৬২-৬৫)

ষাটের দশকের গোড়ার কথা। কৃষ্ণনগর কলেজের (গভর্ণমেন্ট কলেজ হিসাবে তখন তার পরিচয় ছিল না) অতি গর্বের এক নির্মাণ প্রকল্প ছিল রবীন্দ্রভবন। কলেজের জমিতে কলেজের সম্পত্তি হিসাবেই গড়ে উঠেছিল এই সাংস্কৃতিক মঞ্চ। রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষের (১৯৬১) বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি ছিল এই ভবন। কলেজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বে গড়ে ওঠা এই ভবনের দ্বার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুষ্ঠান সংগঠিত করার জন্য ছিল সদা মুক্ত। তদানীন্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত অমিয় কুমার মজুমদার এই ভবনের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ভবন ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতাও অধ্যক্ষের হাতে ছিল।

আজ রবীন্দ্রজন্মের সার্ধ শতবর্ষের পটভূমিতে সেই রবীন্দ্র-আবেগ ও কলেজের রবীন্দ্র-বন্দনার আকুলতা যেন অনেকটাই স্তিমিত। যা আমাদের মত প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছানো প্রাক্তনীদের কাছে বিশেষ পীড়াদায়ক। সময়ের ব্যবধান বা জেনারেশন গ্যাপ হিসাবে এই বিবর্তনকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আজ রবীন্দ্রভবনের আশপাশ দিয়ে কলেজের মাঠ পেরিয়ে চলতে গিয়ে ধাক্কা খেতে হয়, এটাকে মোটর গাড়ীর গ্যারাজ ভেবে। গাবতলার মাঠ তো এখন রাজনৈতিক সমাবেশ আর মেলা-প্রদর্শনী তীর্থক্ষেত্রে পরিণত। রবীন্দ্রভবনও একরকম অভিভাবকহীন। সরকারি আমলার মর্জিনির্ভর। সাংস্কৃতিক ও রাবীন্দ্রিক অনুষ্ঠান অপেক্ষা রাজনীতি চর্চারই পীঠস্থান হিসাবে এই ভবন এখন চিহ্নিত। এটাই বোধ হয় প্রগতি। অবশ্যই রবীন্দ্র-আবেগের দুর্গতির মূল্যে।

যাই হোক, আজ পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এসেও ষাটের দশকের প্রথম পর্যায়ের (১৯৬৩-৬৫) এই রবীন্দ্রভবনের নানা স্মৃতি আমাকে প্রাক্তনী হিসাবে আবিষ্ট রাখে। ঐ সময়ে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে উদ্‌যাপিত হত প্রায় দুসপ্তাহব্যাপী আন্তর্কলেজ একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। মূল উদ্যোক্তার ভূমিকায় ছিল আমাদের কলেজ। সৌজন্যে অধ্যাপক মালিক বল (দর্শন) ও অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র (অর্থনীতি) প্রমুখ। এই প্রতিযোগিতার অন্যতম সংগঠক ছিল আমাদের বিশিষ্ট সুহৃদ বি.পি.সি. ইনস্টিটিউটের ছাত্র রণজিৎ চক্রবর্তী। তখন কৃষ্ণনগরে বর্তমান ডি.এল কলেজ গড়ে ওঠেনি। বি.পি.সি., উইমেন্স কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ সহ জেলার অন্যান্য প্রান্তের রাণাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ প্রমুখ সব কলেজই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিত। আমাদের কলেজ সম্ভবতঃ ১৯৬৪ সালে 'অবশেষে' নাটক মঞ্চস্থ করে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। মুখ্য চরিত্রাভিনেতা অশোক রায়চৌধুরী বিশেষভাবে পুরস্কৃতও হয়েছিল। এছাড়াও নিয়মিত আরো নাটক মঞ্চস্থ করেছিল এই কলেজের ছাত্ররা। জাঁ পল সাঁর্তের নাটক 'দ্য ওয়াল' অবলম্বনে অধ্যাপক মানিক বলের নির্দেশনায় 'দেওয়াল' অভিনীত হয়েছিল রবীন্দ্রভবনে। এছাড়াও 'চলাচিত্তচঞ্চরী', 'পুনর্জন্ম' (রাইজিং অব্ দ্য মুন অবলম্বনে) ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করার কথাও মনে পড়ে।

তখনকার কলেজের ছাত্রসংসদের পরিচালনায় এবং অধ্যাপকদের সক্রিয় সহযোগিতায় ও তত্ত্বাবধানে 'পাঠচক্র' বিভাগ থেকে নানা প্রতিযোগিতামূলক অুষ্ঠানও হত নিয়মিত। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত কবিতার আবৃত্তি, ইংরাজী-বাংলা বিতর্ক, অপূর্বকল্পিত ভাষণ, নকল সংসদ, এমন কি নকল জাতিপুঞ্জ অধিবেশন ইত্যাদি। তখন মিঃ রিপোর্টার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সাংবাদিকতারও হাতে খড়ি হত। ছোট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা রচনারও নানা প্রতিযোগিতা হত। অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও ছিল বিপুল। আমাদের সময় এইসব সৃজনশীল সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে অধ্যাপক ও ছাত্রসমাজ সকলেই আন্তরিকভাবে সমবেত হতেন অরাজনৈতিক মানসিকতা নিয়ে। যদিও পাঠচক্রের সম্পাদক হিসাবে আমার বিশিষ্ট সুহৃদ অনিল বিশ্বাস পরবর্তীকালে এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের রাজ্যস্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদে বৃত হয়েছিল। তার পরের সম্পাদক প্রভাতরঞ্জন মণ্ডলও এইসব সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছিল।

তখন সারা কলেজের ছাত্র-শিক্ষক এক জোটে আমরা-ওরার ভেদ রেখা ভুলেই শিক্ষাঙ্গনের সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত। নিয়মিত এন.সি.সি দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস মহা সমারোহে উদ্‌যাপিত হত কলেজ মাঠে। এ সব অনুষ্ঠানের নিয়মিত মহড়াও হত এন.সি.সি. প্যারেডের সাথে। বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে সারা শহরেই যেন একটা উন্মাদনা তৈরী হত। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের মিলনযজ্ঞে পরিণত হত এই সব অনুষ্ঠান। কোনও পক্ষেই উৎসাহের কোন ঘাটতি থাকত না। অর্দ্ধশতকের ব্যবধানে আজকের এই সব বৌদ্ধিক চর্চা হয়তো অন্য খাতে বইছে। যুগধর্মের চাহিদা অনুযায়ী ছাত্রসমাজের তথা শিক্ষকগণের চিন্তাধারা আজ হয়তো বিশেষবাবে বাস্তবমুখী হয়ে উঠেছে। আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনেই হয়তো এই প্রজন্মকে অনেকটা মেরুকরণ ও বিশেষীকরণের দিকেই ঝুঁকতে হচ্ছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে হয়তো সেটাই স্বাভাবিক।

এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িএয় আজ তাই আমাদের মত প্রাচীনত্বের গ্লানিমাখা প্রাক্তনীদের মন আঁকড়ে ধরতে চায় অতীত ঐতিহ্যের মহিমাকে। মনে পড়ে সার্ধ শতবর্ষের ব্যবধানের সেই সব যুগপুরুষ, যুগন্ধর শিক্ষাব্রতী, এই মহাবিদ্যালয়ের প্রথম যুগের মহান প্রাতঃ স্মরণীয় শিক্ষক তথা শিক্ষা-ব্যক্তিত্বকে। শ্রদ্ধায় স্মরণ করি রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে, ১৯৬১ সালেই শিক্ষকজীবনের সূচনার শতবর্ষে উপনীত অধ্যাপক রামতনু লাহিড়ীকে। ১৮৬১ সালের এপ্রিল মাসে এই সমাজ সংস্কারক বিশিষ্ট শিক্ষক রামতনু লাহিড়ী এই কলেজের অধ্যাপনায় যোগ দেন। এখানেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১৮৬৫ সালের নভেম্বর মাসে। তিনি যখন পেনশনের জন্য আবেদন করনে তখন এই কলেজে অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ অল্‌ফ্রেড্ স্মিথ। তিনি অধ্যাপক লাহিড়ীর পেনশনের আবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর সময় শিখেছিলেন :

"In parting with Baboo Ram Tanu Lahiri I may be allowed to say that Government will lose the services of an educational officer, than whom no officer has discharged public duties with greater fidelity, zeal and devotion, or has laboured more assiduously and successfully for the moral elevation of his pupils".

এই প্রশস্তি-গাঁথার কথা শিবনাথ সাশত্রী মহাশয় তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছেন এবং অধ্যাপক লাহিড়ীর মূল্যায়ন করছেন এই বলে : "তিনি শিক্ষক হিসাবেই জন্মিয়েছিলেন ... তিনি নিজে চিরজীবন আপনাকে শিক্ষাধীন রাখিয়াছিলেন।"

এইরকম এক জাত-শিক্ষকের পদধুলিধন্য এই কৃষ্ণনগর কলেজ। এখানে তাঁর শিক্ষাদান সূচনার সার্ধশতবর্ষে আজ অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে ধন্য হতে চায় এই প্রাক্তনী। আর আশা রাখে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শিক্ষক রামতনু লাহিড়ীর মহান শিক্ষাসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উৎসর্গ করবেন নিজেদের ছাত্র তথা শিক্ষক জীবন।

ত্রিশততম জন্মবার্ষিকীর স্মরণাঞ্জলি

কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

নির্মল সান্যাল

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র নদীয়ার মহারাজা অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ছিলেন, নদীয়ার রাজসভায় অবস্থানকালে রচিত হয়েছিল তাঁর কালজয়ী রচনা অন্নদামঙ্গল কাব্য। একই সময়ে তিনি রচনা করেন বিদ্যাসুন্দর কাব্য এবং কবিতাপুস্তক রসমঞ্জরী।

অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্রকে বাংলা কাব্যইতিহাসে অমরতা প্রদান করেছে দুটি কারণে। প্রথমতঃ, এটি যুগসন্ধিক্ষণের কাব্য- মধ্যযুগের অবসানে আধুনিক বাঙলা ভাষার বিকাশ দেখা দেয় এই কাব্যগ্রন্থে এবং দ্বিতীয়তঃ, ভারতচন্দ্র এই কাব্যগ্রন্থে - প্রথম চলতি বাঙলা ভাষাকে গ্রহণ করেছেন কাব্যের প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যার সূচনা হয়েছিল।

ভারতচন্দ্র বাঙলা ভাষায় কাব্য রচনা করে অমরতা লাভ করলেও সংস্কৃত এবং ফারসী ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। হিন্দী ভাষাতেও তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন।

বর্ধমানের ভুরশুট পরগণার পাণ্ডুয়া গ্রামে বাস করতেন সম্ভ্রান্ত জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায় (মুখটি)। তিনি রায় ও রাজা উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর বাড়ি গড়বন্দী ছিল, তাই তার নাম হয়েছিল পেঁড়োর গড়।

নরেন্দ্রনারায়ণের চার পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে তাঁর পিতৃপরিচয় জ্ঞাপন করেছেন একাধিকবার। তাঁর প্রথমদিককার রচনা 'সত্যপীরের কথা'র মধ্যে নিজের পরিচয় তিনি দিয়েছেন এইভাবে — 'ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ/সদাভাবে হত কংস ভুরসিটে বসতি। নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতীযুত/ ফুলের মুখটিখ্যাত দ্বিজপদে সুমতি।। অন্নদামঙ্গল কাব্যেও তিনি নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেছেন এইভাবে — ভুরসিটে ভূপতি নরেন্দ্ররায়ের সুত/কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত। অথবা, ভুরসিটে সহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়/মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে/ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গল সার/কাছে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।।

ভারতচন্দ্র ১১১৯ সনে (১৭১২ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হিসাবমতো তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রায় সমবয়সী। কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয় ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে। ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনাথ জমিদারী সংক্রান্ত কোন কারণে বর্ধমানের মহারাজা কার্তিকচন্দ্র রায় বাহাদুরের বিরাগভাজন হন এবং রাজাদেশে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হল তাঁর মামার বাড়ি মঙ্গলঘাট পরগণার গাজীপুরে। সেখানে থেকে মেধাবী ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং অভিধান শিক্ষা করে ক্রমশঃ সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ বছর। এরপর ফারসী ভাষা শিক্ষার মানসে তিনি হুগলীর বাঁশবেড়িয়ায় রামচন্দ্র মুন্সীর কছে পাঠগ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষার কবিতা রচনা শুরু করেন কিন্তু তা প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিলেন না। রামচন্দ্র মুন্সী কায়স্থ হওয়ার কারণে ব্রাহ্মণসন্তান ভারতচন্দ্রকে একদিন সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়বার আদেশ দেন। এই উপলক্ষে ভারতচন্দ্র এক রাত্তিরের মধ্যে নিজেই একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালি রচনা করে পরদিন তা পাঠ করেন। তখন তাঁর বয়স পনের বা ষোল বছর হবে। এই সত্যনারায়ণের পাঁচালি দিয়েই শুরু হয় ভারতচন্দ্রের কবিতারচনার জয়যাত্রা, যে যাত্রার চরম উৎকর্ষতকা দেখা গিয়েছিল অন্নদামঙ্গল কাব্যে।

শিক্ষা সমাপন করে ভারতচন্দ্র দেশে ফিরে আসেন এবং পিতার ইজারাপ্রাপ্ত জমিজমা দেখাশোনা করবার জন্য বর্ধমানে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু তাঁর দাদারা ইজারাপ্রাপ্ত জমির রাজস্ব সময়মতো রাজকোষে জমা না দেবার কারণে বর্ধমানরাজ সেই জমি খাসতালিকাভুক্ত করে নেন। ভারতচন্দ্র রাজার এই ব্যবস্থাগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং ফলতঃ রাজাদেশে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। তাঁর পাণ্ডিত্যে এবং সদাচরণে সহৃদয় কারারক্ষক তাঁর ওপর সবিশেষ সন্তুষ্ট হন।

কারারক্ষকের অনুকম্পা ও সাহায্যলাভ করে ভারতচন্দ্র গোপনে কারামুক্ত হয়ে কটকে গিয়ে সেখানকার সুবাদারের আশ্রয়লাভ করেন এবং তাঁর উদারতায় পুরীধামে বাস করবার অনুমতি লাভ করেন।

পুরীতে শঙ্করাচার্যের আশ্রমে থেকে বৈষ্ণবপদাবলীসহ নানা গ্রন্থাদি পাঠ, অধ্যয়ন ও চর্চা-আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত গেরুয়াধারণ করেন এবং বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হন। কিছুকাল পরে ফিরে আসেন খানাকুলে। সেখানে তাঁর ভায়রাভাই ভট্টাচার্য বাস করতেন। তাঁদের অনুরোধও পীড়াপীড়িতে ভারতচন্দ্র সন্ন্যাসবেশ ত্যাগ করে পুনরায় সংসারী হন এবং কিছুকাল নিজের শ্বশুরালয় তাজপুরে বাস করেন।

এরপর ভারতচন্দ্র নিজের নিরাপত্তার কারণে ফরাসডাঙ্গায় গিয়ে ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে উপস্থিত হন এবং নিজ পরিচয় দান করে তাঁর আশ্রয়প্রার্থী হন। ইন্দ্রনারায়ণের অনুগ্রহে ভারতচন্দ্র তাঁর নিকট প্রতিপালিত হতে থাকেন। এই ইন্দ্রনারায়ণ ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঘনিষ্ট সুহৃদ। বিভিন্ন প্রয়োজনে, প্রধানতঃ অর্থ সংস্থানের জন্য কৃষ্ণচন্দ্র মাঝে মাঝে ফরাসডাঙ্গায় আসতেন ; এমনই এক সুযোগে ইন্দ্রনারায়ণ ভারতচন্দ্রের পরিচয় ও গুণের বিবরণ প্রদান করে তাঁকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে গ্রহণ করবার অনুরোধ জানান। মহারাজা তাতে স্বীকৃত হয়ে ভারতচন্দ্রকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে আসেন সসম্মানে এবং তাঁকে সভাকবির পদে নিযুক্ত করেন।

ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরে আসেন ১৭৫২ খ্রি: তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর। রাজাদেশে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে রাজদরবারে তাঁর নিযুক্তি হল এবং বসবাসের জন্য তাঁকে রাজনির্দিষ্ট বাসভবনও দেওয়া হল। সভাকবি পদে বৃত হয়ে ওই বছর থেকেই রাজাদেশে তিনি অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা শুরু করেন। ভারতচন্দ্র মুখে মুখে কাব্য রচনা করে বর্ণনা করে যেতেন এবং একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তা লিপিবদ্ধ করে নিতেন। এই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত গানগুলিতে সুরারোপ করে তা গেয়ে শোনাতেন নীলমণি সমাদ্দার নামে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এক সভাসদগায়ক।

এইভাবে রাজদরবারে নিজগুণে বিশিষ্ট স্থান দখল করে ভারতচন্দ্র মহারাজা কর্তৃক 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত হন। কৃষ্ণনগর শহরে আনন্দময়ীতলার পূর্বদিকে বগুলা সড়কের ওপর হাটখোলা অঞ্চলে ভারতচন্দ্রের বাসস্থল ছিল। তাঁর স্মরণে সেই জায়গা বর্তমানে কমলেকামিনীতলা নামে অভিহিত হয়। অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার পর রাজাদেশে তিনি রচনা করেন বিদ্যাসুন্দর কাব্য। এরপর রচিত হয় 'রসমঞ্জরী' কাব্যগ্রন্থ।

ভারতচন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে শ্বশুরালয়ে রেখে একাই এসেছিলেন কৃষ্ণনগরে। কবিত্বশক্তি এবং পাণ্ডিত্যের গুণে তিনি তৎকালীন সমাজে এক বিশিষ্ট স্থানে বিরাজ করতেন। তাঁর বিবিধ গুণাবলী ও তেজস্বিতার কারণে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর প্রতি যথেষ্ট সদয় ছিলেন। ভারতচন্দ্র ছিলেন নিষ্ঠাবান ও সাত্বিকগুণ সম্পন্ন পুরুষ। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর চরিত্র পরীক্ষার মানসে একবার এক সুন্দরী কলাবতী বারাঙ্গনাকে তাঁর গৃহে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু ভারতচন্দ্র কঠোরভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর এই আচরণে মহারাজা সাতিশয় মুগ্ধ হন।

এইভাবে পাঁচ ছয় বছর অতিক্রান্ত হবার পর ভারতচন্দ্র গঙ্গাতীরবর্তী কোনও স্থানে বসবাস করবার অভিপ্রায়ে মহারাজার অনুগ্রহপ্রার্থী হন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে বার্ষিক ছয়শত টাকা রাজস্বের বিনিময়ে মূলাযোড় গ্রামখানি ইজারা দেন। গৃহনির্মাণের জন্য একশত টাকা অনুদানও দেন সেইসঙ্গে। মূলাযোড় গ্রামে নতুন বাড়ি তৈরী করে ভারতচন্দ্র এই প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে সংসার পাতেন। নিজের অগ্রজদের সঙ্গে সদ্ভাব না থাকায় ভারতচন্দ্র আর কখনও নিজস্ব পৈতৃক গৃহে প্রবেশ করেননি। কিন্তু তাঁর নিজস্ব গৃহ নির্মাণ শেষ হলে অন্তিমবয়সে গঙ্গালাভ করবার মানসে ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনাথ মূলাযোড়ে এসে কনিষ্ঠপুত্রের বাড়িতে বসবাস করেন এবং সেখানেই গতাসু হন।

এই সময়কালে ভারতচন্দ্র কখনও মূলাযোড়ে, কখনও কৃষ্ণনগরে আবার কখনও ফরাসডাঙ্গায় বাস করতে থাকেন। পাশাপাশি চলতে থাকে বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন আঙ্গিকে কবিতা রচনা।

এই সময়ে বাঙলাদেশে বর্গির হাঙ্গামা প্রবল হয়ে উঠেছিল। বর্ধমান অধিপতি তিলকচন্দ্র রায় বর্গির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য স্বীয় জননীকে নিয়ে মূলাযোড়ের পাশ্বপর্তী কাউগাছি গ্রামে বাস করতে থাকেন। বর্ধমান রাজমাতা মূলাযোড় গ্রামখানি পত্তনী নেবার অভিপ্রায়ে কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ জানালে মহারাজা তাতে সম্মত হন এবং রাজমাতা রামদেব নাগ নামে নিজের এক কর্মচারীর নামে মূলামোড়ের পত্তনী গ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্র এই বন্দোবস্তের ব্যাপারে আপত্তি প্রকাশ করায় মহারাজ তাঁকে গুস্তে নামক গ্রামে একশ পাঁচ বিঘা জমি দান করেন। মূলাযোড়েও ষোল বিঘা জমিতে নিজ স্বত্ব ত্যাগ করে ব্রহ্মোত্তর জমি হিসাবে ভারতচন্দ্রকে দান করেন। ভারতচন্দ্র মূলাযোড় ত্যাগ করে গুস্তে গ্রাম বসবাসের উদ্যোগ নিলে মূলাযোড়ের সর্বস্তরের মানুষই মুলাযোড় ত্যাগ না করবার জন্য তাঁকে সানুনয় ও কাতর অনুরোধ জানান। ভারতচন্দ্রের আর মূলাযোড় ছেড়ে যাওয়া হল না।

এদিকে মূলাযোড়ের পত্তনী লাভ করে রামদেব নাগ সেখানকার অধিবাসীদের ওপর নানাবিধ অত্যাচার শুরু করেন। এতে অত্যন্ত কূপিত হয়ে ভারতচন্দ্র সুললিত সংস্কৃতে 'নাগাষ্টক' নামে একটি খণ্ডিত কাব্য রচনা করে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং সুবিচার প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র এই নাগাষ্টক পাঠ করে তাঁর কাব্যসুষমায় মোহিত হন এবং যথপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে রামদেবের অত্যাচারের নিরসন ঘটান। ভারতচন্দ্রের রচনাসমূহের মধ্যে নাগাষ্টক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতচন্দ্রের অন্যান্য রচনার মধ্যে 'চোরপঞ্চাশৎ' আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। চোর ছদ্মনামে কবি শিহলন যে পঞ্চাশটি শ্লোক রচনা করেন সেগুলি নিজের গ্রন্থে সন্নিবেশ করে বাঙলা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে তার দ্বিবিধ ব্যাখা তিনি করেছেন সুললিত কাব্যরস পূর্ণ নূতন আঙ্গিকে। বিদ্যাপক্ষে এবং কালিপক্ষে বর্ণিত হয়েছে এই দ্ব্যর্থকব্যাখ্যা।

মৃত্যুর আগে ভারতচন্দ্র চণ্ডী নামে একটি নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। সংস্কৃত ও হিন্দীমিশ্রিত বাঙলাভাষায় এই নাটক শুরু হয়েছিল কিন্তু সে রচনা বেশীদূর অগ্রসর হবার আগেই ১৮৬০ খ্রি: মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হয়ে ভারতচন্দ্রের জীবনাবসান হয়।

মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্য কবিকঙ্কন সুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অনুসৃত শৈলীতে রচনা করলেও এই কাব্যের ভাষাচাতুর্য, পদপ্রকরণ এবং চলিত উপমা সমূহপুষ্ট কাব্যগতি একে চিরায়ত করে রাখবে এবং ভারতচন্দ্র স্মর্তব্য হয়ে থাকবেন বাঙলাভাষার মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের মধ্যবর্তী যুগসন্ধিক্ষণের কবি হিসাবে।

তথ্যঋণ : অন্নদামঙ্গল কাব্য ও ভারতচন্দ্রের রচনাবলী - বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

তুমি তো শুধুই আমার সময়

মানসী দে (প্রাক্তনী)

আমার গর্ভধারিণী মাকে তো মনে পড়েই
প্রতি পলে পলে জীবনের নানান রং বে-রঙের
পালাবদলের সময়,
কিন্তু কখনো তো আত্ম বিস্মৃত হইনা এই বিদ্যাদাত্রী
মহাবিদ্যালয়ের আঙিনার প্রান্তে পা রেখে
বিদ্যা আহরণ করাকে,
জীবন তো কখনই থমকে থাকেনি কোনদিন
কোন ক্ষণ। সে তার অপেন খেয়ালে।
চলেছে তো জীবনধারাকে অতিক্রম করে
দূরে আরও দূরে অনেক দূরে,
যেখানে জীবনের প্রতি বাঁকে বাঁকে তার জন্য
-অপেক্ষা করে আছে, এক অনন্ত জিজ্ঞাসা
এক বিস্ময়মন আবেগ।
কারণ সে জানে আবেগ জীবন —
ধর্মিতার আর এক রূপ।
জীবন শুধুমাত্র জীবনের জন্য,
আক্ষেপ, হতাশ, উচ্ছ্বাস, বিষাদের
ও উৎফুল্লতার মালার ডোরে বাঁধা
জীবন বৈচিত্র্যের মধ্যে ওঠে নানা
টানা পোড়েন।
কখনও সে স্বচ্ছতোয়া প্লানের মত।
জীবনের দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে চলে
যায় কোন অনির্দেশের পথে
কেউ তো জানে না তার কোন ঠিকানা।
কিন্তু জীবনপ্রবাহের অনেক
ধারার মধ্যে তোমাকে প্রতিদিনই
নতুন করে পাই আমার চিন্তন শৈলীর মাঝে,
সদর্পে বলে উঠি, তুমি তো
আছ মা নিশিদিন আমার হৃদয় মাঝারে।

সুরের গুরু

রুণু ভট্টাচার্য্য (প্রাক্তনী-১৯৫৮)

আজ তুমি কত আলোকবর্ষ দূরে,
তবুও তোমার পরশ যে পাই,
তোমার গানের সুরে।।
তোমার সুরের ঝর্ণা ধারায়,
স্নান করি বার বার,
গানের ফুলেতে সাজাই যে ডালা,
শতরূপে শতবার।।
আমার অনুভবের আকাশে,
তুমি অনির্বাণ তারা,
চলার পথের প্রান্তে জাগাও,
সুরের আলোর সাড়া।।
অমরাবতীর আলোকতীর্থ হতে
এল তোমার নিমন্ত্রণ,
জগতের আনন্দযজ্ঞ ফেলে
সেথায় গেলে।
সেইখানে কি ধন্য হল,
পূর্ণ হল, তোমার জীবন মন?
ওগো আমার ধ্যানের কবি
গানের কবি
প্রাণের রবিঠাকুর
নয়ন ছেড়ে বলে গেলেও
যে তুমি সুদূর।

সেদিনের কবি
গীতা বিশ্বাস

সর্বঅঙ্গে সপ্তবর্ণ মেখে অকস্মাৎ
কবিতা কুসুম বনে তুমি এসেছিলে
শিশির ভিজিয়ে দেওয়া সরল প্রভাত
রক্তিম আলোকপাত ভোরের মিছিলে
তোমার চুলের ঘ্রাণে জানালো আশিস
সে কোন অতীতকালে পাইনে হদিস
প্রবঞ্চনা ভুলে তাই তোমার সৃজনা
এখনও ফুটাতে পারে স্বর্নাভ কমল।
এখনও তোমার মধ্যে স্বপ্ন সম্ভাবনা
ভোরের রোদের মত করে ঝলমল
দরবারী কানাড়ার মিঠেল আলাপ
কাব্যের সেতারে কেন বাজেনাকো আর?
দৃশ্যত: আগ্নেয় ক্রোধ জ্বলে দুর্বাশার
বসন্ত বিকালে এটি উগ্র অভিশাপ।
তুলেনাও ধূলিম্লান ছন্দের লেখনি
কথারাখ ওগোকবি অনুনয় শোন
নিঃশেষে উজর কর কল্পনার খনি
কাব্যের মেদুরদিন রঙীন এখনও
সুরের উর্মি লেগে উদ্বেল হৃদয়
বহুদূরে ডানামেলে হয়েছে উধাও
আকাশের চোখে চোখ প্রতীক্ষু বিস্ময়
কখন বাতাস তুমি জ্যোৎস্না বাড়াও
শেফালির মালা গাঁথে শরমা উষসী
ইশারায় ডাকদেয় বিদিশা নগরী
এখনও কি ঔদাস্যের বাতায়নে বসি
পুণ্যের পশরা যাবে নিরুত্তড়ে গড়ি
তাই যদি হয়, তবে-থাক, বলি থাক
অবরুদ্ধ চিত্তে যদি নাই বাজে ডাক
অশ্রুতে উন্মন এই মন বলবেই
সেদিনের কবি আজ কবি আর নেই।

বিশ্বনাথ ভৌমিক
অনুস্মৃতি

মুচকুন্দের সুবাস আজও আলোড়িত করে আমাকে
এই মহাবিদ্যালয়ের ভেতর দিয়ে
আবার যখন হাঁটি
বিশাল স্তম্ভ আর দরজা আর ঘরগুলো
আমার চেতনার ভেতরে এসে দাঁড়ায়

মনে পড়ে বন্ধু আর সতীর্থদের কলহাস্য মুখ
নরম ঘাসের ভেতর দিয়ে
নীরব ও উচ্চকিত আর অলস হেঁটে যাওয়া
গল্প আর কবিতার ঢেউয়ের ভেতর ডুবে যেতে থাকা

আজ আর ওইসব ঘাসের সিম্‌ফনির ভেতর দিয়ে
হেঁটে যাওয়ার বা বসবার পথ নেই কোনো

তখন উদ্যানে প্রবেশ জীবনের সহজ আর সহর্ষ আবেগ

আমি তোমাদেরই জন্য

মিতা দে (প্রাক্তনী)

এই চলমান ব্যস্ত জীবনের মাঝে উঁকি দেয় আমার আমি। মনে হয়, ওই জীবনের স্বাদ আর কি কখনও পাব? দুচোখে এক রাশ স্বপ্নভরা প্রত্যয় নিয়ে উজ্জ্বল সোনালী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলা দৃঢ় পদক্ষেপে। অবুঝ, অবোধ মন তো কোন বাধা মানে না। সে দৃপ্ত তেজে এগিয়ে চলে সম্মুখ পানে, জীবনের চলার ছন্দে, তালে, লয়ে সে থাকে তখন বিভোর। একরাশ কচি-কাঁচা তরুণ-তরুণীর ভিড়ে সে তখন দিশাহারা, হতচকিত। নতুন পাটভাঙা শাড়ির মত প্রতি পরতে পরতে কী নতুনত্ব অপেক্ষা করে আছে তা আবিষ্কার করার উন্মাদনায় সে তখন মাতোয়ারা। জোয়ারের স্রোতে তখন তার তীব্রভাবে ভেসে যাওয়ার পালা নতুন গন্তব্যের দিকে। তাকে যে, কোন নতুন ঘাটে জীবনের নোঙর বাঁধতে হবে, অবিরাম এগিয়ে চলার আর এক নাম জীবন। জীবনের ধর্ম হল গতিধর্মিতা। মনের মণিকোঠায় এক অব্যক্ত রাগিনীর সুরে অনুরণিত হতে থাকে, সেই মহান ঔপনিষেদিক সঞ্জীবনী মহামন্ত্র, 'চরৈবেতি, চরৈবেতি, চরৈবিতি "এগিয়ে চলার এক উদাত্ত সুরে রঞ্জিত আমার ভাবী সত্তা, যা নৈর্ব্যক্তিক, একান্তভাবেই আত্মিক, যা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উদ্‌গত, উৎসারিত জলধারার মত সতত বহমান। যা স্বচ্ছতোয়া বাণীর মত পূর্ণগতিতে জীবন প্রবাহের ধারার সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে চলার পুণ্যমন্ত্রে দীক্ষিত, উজ্জীবিত ও শিহরিত, সঙ্কোচ-দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভীরুতায় জড়সড়। কিন্তু সে এই সত্য অন্তরে গ্রহণ করে চলেছ যে, জীবন জীবনের জন্য। জীবন এক বেগবান অশ্বের মত। সে কারোর জন্য অপেক্ষা করেনা। সে উড়ন্ত। তাকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না। জীবন হল ভীষণ পলকা, ভঙ্গুর। তাকে ঠিক সময়মত তাই সকালের সোনালী আলোর উদ্ভাসিত রশ্মিজালের বর্ণচ্ছটায়, নিঝুম গহন, দুপুরের প্রখর রৌদ্রজ্বালায়, অথবা শরতের বিকালে মন-উদাস করা মনফকিরার দোলায় দুলে, বা রাতের সুতীব্র নিস্তব্ধতা ভেদ করে কোন রাতচরা পাখির একটানা সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে মনে পড়ে আমার বিগত কলেজ জীবনের আনন্দধারা, বিষাদময় দিনলিপির কথা, যা সমুদ্রে ডুব দিয়ে শুক্তির ভিতর থেকে মুক্তো খুঁজে ফেরা। যা জীবনের অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। যা প্রতি মুহূর্তেই জীবনের জয়গান গাইবে। জীবনের ধ্বনিকে বাঙ্ময় করে তা প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রতি পলে পলে প্রতিধ্বনিত করে চলবে।

যখন ওপার থেকে ডাক ভেসে আসবে, তখন মনের অবচেতন স্তরে আলোড়িত করে ভেসে উঠবে জীবনের অনন্য সঞ্চয় বাজি। যেন এক একটি কোমল হীরে। যার থেকে দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়ে চারিদিক করে তুলবে আলোকিত, আলোয় আলোময়। অন্ধকারের অপসৃয়মান পর্দারাজি ভেদ করে দেখা দেবে নব প্রভাতের শুকতারা। পথিক আর কখনই দিকভ্রষ্ট হবে না।

সে চলবে আপন খেয়ালে, নিজ বিভঙ্গে, নিজ মর্জিতে। ঈশ্বরের অপার দান চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেই 'পরশ মানিককে খুঁজে খুঁজে সে তার মনের আধারে এক বিপুল রত্নরাজির সম্ভার গড়ে তুলবে। এখানেই তার স্বকীয়তা, এখানেই তার বৈশিষ্ট্যের অনন্যতা। এখানেই তার গৌরব, এখানেই তার বৈভব। আপন গৌরিরবাতিতে সে তার স্বাতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে চলবে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে। বলে উঠবে যে, আমি এসেছি তোমাদেরই কাছে।

ভিন্ন প্রসঙ্গ

মঞ্জুলিকা সরকার

উদ্ভিন্ন কৈশোরে বিদ্যালয়ের শিক্ষার গণ্ডী পার হ'য়ে বিকাশোন্মুখ মন নিয়ে কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজে প্রবেশ ক'রেছি ১৯৫৩ সালে। কলেজের বিশাল বিশাল মহীরূহ ও পত্র পুষ্পশোভিত বিশাল প্রান্তর মধ্যে সুউচ্চ ও বিশাল বিদ্যালয় গৃহ বিরাটত্বের সাথে মনকে সংস্পৃষ্ট করেছিল। আর ছিল জ্ঞানলাভের অদম্য বাসনা। কলেজটা সরকারী। স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানীগুণী শিক্ষকের সমাবেশ। আমরা স্বনামধন্য শিক্ষকদের সাথে যুক্ত হ'তে পেরে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতাম। — ভাবতাম তারা ভিন্ন জগতের মানুষ ভিন্ন জগতে অবস্থান করেন। উচ্চ মানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, উচ্চমার্গের দার্শনিক জ্ঞান বা সাহিত্যরসে তাঁরা সমৃদ্ধ। ছাত্রছাত্রীদের মনকে এই সমস্ত রসে আপ্লুত ক'রে তাঁদের পাঠদান ও পাঠদান পদ্ধতি সত্যই ভোলা যায়না।

স্বল্পপরিসরে সকলের কথা স্মরণ করা এবং প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে মনের মণিকোঠায় ভেসে ওঠা কিছু স্মৃতিচারণ করি আমি সাহিত্যের ছাত্রী। দর্শন আমার বিষয়। ইংরাজী সাহিত্যের ক্লাসে ফণীভূষণ মুখার্জী মহাশয় গৌরীবাবু ও শশীবাবুর কথা খুবই মনে পড়ে। ফণীবাবুর ম্যাক্‌বেথ পড়ানোর — বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উচ্চারণ ভঙ্গী কীভাবে বিভিন্ন অর্থবহ হয় এবং তার প্রাসঙ্গিকতার উল্লেখ — নাটকের নাটকীয়তা প্রকাশ করে চিত্তাকর্ষক করে তুলত।

গৌরীবাবুর Christabel পড়ানোর সময় Coleridge কীভাবে Supernatural কে naturalise করেছন সেই ব্যাখ্যার কথা মনে প'ড়লে আজও শিহরণ জাগে। শশীবাবু কেমন সহজভাবে কাব্যরস ব্যাখ্যা করতেন সবই আজও ভুলিনি। সংস্কৃত সাহিত্যে সঙ্গীতরসিক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞান শকুন্তলন্‌ পড়ানোর সময় পর্বতের বর্ণনার ধ্বনি গাম্ভীর্য - সেইভাবে আবৃত্তি এবং নদীর বর্ণনার সুললিত শব্দ ও পদ চয়ন সেই ভাবে পাঠ — কবি কালিদাসকে তাঁর কবি প্রতিভার প্রকাশ অনস্বীকার্য। হেমবাবু ব্যাকরণ বিশারদ। তাঁর কাব্য ও ব্যাকরণ সংমিশ্রণে পাঠদান, কালিদাস বাবুর সরস পাঠদান, সংস্কৃত ক্লাসকে রসসম্পৃক্ত করে তুলত।

বাংলায় সব দিকপাল অধ্যাপক ছিলেন। শান্তিনিকেতনের ভবতোষ দত্ত মহাশয় Honours Class বাগানে নিতেন। ডঃ ক্ষুদিরাম দাসকে আমরা বেশীদিন পাইনি। যেটুকু পেয়েছি তাতে রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে সেই বয়সে অনেকটাই জেনেছি।

দর্শনে ডা: পরেশনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উচ্চমার্গের দর্শন ছাত্রছাত্রীর উপযোগী ক'রে পরিবেশন করে বোধগম্য করাতেন। তবে দর্শন বিভাগে অনেক পদ শূন্য থাকায় আমরা বঞ্চনার শিকার হয়েছিলাম।

অর্থনীতি বিষয়ে নির্মলকান্তি মজুমদার মহাশয়ের পাঠদান ছিল মনোগ্রাহী। তার উদাহরণ "রাত ১২টায় কেউ যদি ছাদে মাদল বাজায় সেটা তার right নয়" মনে পড়ে। অধ্যক্ষমহাশয় শ্রীযুক্ত সুধাংশু গুহ ঠাকুরতা যেমন সুন্দর পাঠদান করতেন তেমনই ছাত্রছাত্রীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের দিকও তাঁর লক্ষ্য ছিল। ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা যাতে ছাত্রীরাও (তৎকালে) দেখতে পারে সে ব্যবস্থা ক'রে দিতেন।

এহেন শিক্ষককুল ও যে রসনার রসে সম্পৃক্ত আমরা ভাবতে অক্ষম ছিলাম। কিন্তু ছাত্রবৎসল শিক্ষকদের বাড়ীতেও পড়ার আলোচনা করার জন্য আমরা যেতাম। একটা দিনে ডা: পরেশনাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী গেছি — তিনি বল্লেন "মঞ্জুলিকা দেখ আমি কেমন সুন্দর অমৃতি জিলিপি ভাজছি, খেয়ে যেয়ো।"— কেমন যেন বোকাবোকা লাগল। "ওটা নিজে ভেজে তাও আবার অমৃতি জিলিপি খাওয়াবেন।" বলাবাহুল্য তাঁর ভগ্নী ও কন্যা আমাদের বন্ধুর মত ছিল, তাই না খেয়ে চলে আসতে পারিনি সেই অমৃতময় অমৃতি জিলিপি।

ড: ক্ষুদিরাম দাসের লজেন্স প্রীতি শুনেছি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। আমরা ছাত্রছাত্রীরা M.A. পাঠ কালে কলকাতা থেকে Train -এ আসবার সময় আমাদের দেখতে পেলে একই কামরায় উঠতেন এবং পকেট থেকে লজেন্স বার করে খাওয়াতেন এবং নিজে খেতেন।

হেমচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ী পড়তে গেলে মাসীমা চা বিস্কুট ইত্যাদি দিতেন। না খেলে ক্ষুন্ন হ'তেন। জীবনের শেষ প্রান্তেও আমরা মাঝে মাঝে দেখা করতে না গেলে দুঃখিত হ'তেন Sir.

কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃত Class -এ বলতেন — পানি খেতে খুব ভালবাসতেন, তাই তাঁর প্রত্যয়ের নাম "আলুচ" "ঘিনুন"।

অধ্যক্ষ সুধাংশু গুহঠাকুরতা পাঠদান কালে উদাহরণ দিতেন "বিজয় ময়রার রসগোল্লা"। তিনি নিজেও বিজয় ময়রার রসগোল্লা প্রায়ই কিনতেন। আমাদের সঙ্গে শিক্ষকদের নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। Reunion-এর দিন অনেক রাতে নাটক শেষ হ'লে নির্মলবাবু আমাদের সঙ্গে না নিয়ে বাড়ী ফিরতেন না।

আজ আমরা পড়া শেষ ক'রে চাকুরী করি। কবি D.L. Roy এক শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রভবনে গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় নেমেছেন। দূর থেকে দেখলেন ছাত্রীরা আসছে। তিনি গেটে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের কুশল প্রশ্ন ক'রে তবে ভিতরে গেলেন। কতখানি ছাত্রবৎসল হ'লে তবে এমন হয়।

অধ্যক্ষ D.P. Acharyya মহাশয় Physics এর অধাপক, আর আমি Philosophy-র ছাত্রী। হ'লে হবে কি কলকাতায় Foot Path-এ দেখা হ'লে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে কুশল প্রশ্ন করতেন যেন তাঁর নিজের বিষয়ের ছাত্রী।

অধ্যাপকদের কাছে আমরা এত বেশী পেয়েছি যে, আক্ষেপ হয় আমরা তাঁদের জন্য কিছুই করতে পারিনি।

৭০-এর রক্তঝরা সময়ে

কৃষ্ণনগর কলেজ-এ শ্যাম শান্তি বিশ্ব পার্থ কবীন্দ্র'র
প্রোথিত বীজ-এর

শিল্প গল্প কবিতার কাগজ
www.shigak.com
email : shyambiswas20@gmail.com
9474336571 03472-255568

তিন্নি

প্রণব কর

তখন সকাল ন'টা মত হবে। আটটায় ডিউটি শুরু করেছি। হঠাৎ একটা ঝকঝকে সুবেশা তরুণী অফিসে ঢুকে সোজা আমার কাছে এল আর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল — জেঠু ভাল আছ? অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলাম — আরে তিন্নি না! পাশের চেয়ারে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম — কোথায় যাবি? ও বলল সাড়ে ন'টার ট্রেন ধরে কলকাতা, সেখান থেকে প্লেনে মুম্বই হয়ে কালিফোর্নিয়া যাবে উচ্চশিক্ষার জন্য।

মন চলে গেল প্রায় উনিশ বছর আগের এক বিকালে। স্টেশনে অনেক অবরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ বিকালে বেড়াতে আসতেন (এখনও অনেকে আসেন)। মাঝে মাঝে কারও সঙ্গে নাতি বা নাতনী থাকত। একদিন যখন বিকালে ডিউটি করছি তখন অশোক বাবুকে হাত ধরে টানতে টানতে একটি বছর তিনেকের বাচ্চা মেয়ে আমার অফিসে ঢুকেই — জেঠু এটা কি, ওটা কি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করতে লাগল। ছোট্ট পুতুলের মত মেয়েটাকে খানিক আদর করতেই লাফ মেরে কোলে উঠে পড়ল। এরপর দিনে দিনে ওর সঙ্গে সখ্যতা বাড়ল। বিকালে ডিউটি হলেই সোজা আমার কোলে, সেখান থেকে কখনও টেবিলের ওপর, কখনও বা কাঁধেও চড়ে বসত। বড় ভাল লাগত ওর অত্যাচার।

হঠাৎ একদিন পাশে রাখা ব্যাগ খুলে দেখল ওর মধ্যে রয়েছে টিফিন কৌটো। ব্যাস জিজ্ঞাসা — ওর মধ্যে কি আছে? খুলে দেখালাম — রুটি, তরকারি রাতের খাবার। ওর আবদার তরকারি খাবে। ওর দাদুর আপত্তি - তরকারিতে ঝাল আছে। ওর জন্য ওর মা ঝাল ছাড়া সব্জি বানায়। ওর জেদের কাছে আমি আর ওর দাদু দু'জনেই হার মানলাম। একটু একটু রুটি তরকারি খায়, বোতলে মুখ দিয়ে জল খায় আর হুশ-হাশ করে। হাতে করে খেতে পারত না, মুখে তুলে খুব যত্ন করে খাওয়াতাম। একটা রুটি ওর বরাদ্দ হয়ে গেল। যাওয়ার সময় নিয়মিত বলে যেত — জেঠু, মাকে বোলোনা কিন্তু, মা বকবে।

তিন্নি — জেঠু কি ভাবছ, কথায় বর্তমানে ফিরে এলাম। হঠাৎ মনে পড়ল তখনও সকালের জলখাবার খাওয়া হয়নি। বললাম — তিন্নি, সাহেবদের দেশে যাওয়ার আগে ঝাল তরকারি দিয়ে একটা রুটি খাবি নাকি? মৃদু হেসে সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল। একটা রুটি তরকারি দিয়ে পরমযত্নে ওর মুখে ছোট ছোট টুকরো করে তুলে দিলাম। জলের বোতল এগিয়ে দিলাম। কলকাতা যাওয়ার গাড়ি প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল। ও উঠে পড়ল। যাওয়ার সময় বলে গেল জেঠু মাকে বলে দিতে পার।

কি একটা চরমপ্রাপ্তি মনটাকে ভরিয়ে দিল।

আলজাইমার

দীপঙ্কর দাস (প্রাক্তনী ১৯৬৭)

চিৎকারে আর্ত কান্নায়
ভুবন কাঁপিয়ে
একদিন এসেছিলো সে
মাতৃগর্ভের নিশ্চিন্ত ওম্ টুকু ছেড়ে।
তারপর —
সামনের দিগন্ত জুড়ে
শুধু ঘিরে মেঘ আর রোদ —
আলো আর আঁধারের
চিরায়ত অনন্ত পথ।
ভালোবাসার সে ছিন্নতন্ত্রীটুকু নিয়ে
সময়ের বিক্ষুব্ধ স্রোতে ঝাঁপ দিলো সে
কাঁদতে চেয়ে
শুধু ভালোবাসারই ঘায়ে।
এমনি চলার পথে কোন একদিন
হয়ত ময়না পাড়ার মাঠে
কৃষ্ণকলির কালো-হরিণ চোখে
চোখ রেখে ভেবেছিলো, বলে —
'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
কিন্তু মুখের কথা রয়ে যায় মুখে,
নিরুত্তর হারিয়ে যায় ধীরে
হৃদয়ের একান্ত গভীরে।
তারপর?
তারপর সেই চেনা ইতিহাস —
ধূসর পাণ্ডুলিপির সেই
অস্পষ্ট অক্ষরে
হৃদয়-নিলয় খুঁড়ে জাগানো বেদনায়
কালের পদধ্বনি এসে থামে দরজায়।
এখন যে তার —
আজ জুড়ে অতীতের ঘোর
স্মৃতির অতল থেকে ভেসে আসা
চেনা ছন্দও
তাল কাটে বিহ্বলতায় —
তার চেতনার তার যায় ছিঁড়ে।
কালের করাল ত্রাসে দীন
ক্ষুধিত সে, জীর্ণ পাষাণ
মেহের আলির হাহা কলান্নায়
বুক চাপড়ায় —
বাতাস বিষণ্ণ ক'রে ভেসে যায় —
'সব ঝুঠ হ্যয়' 'সব ঝুঠ হ্যয়'।

সেইসব দিন

ভারতী দাস বাগচী

কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ। কী তাৎপর্য্যপূর্ণ, সেই সঙ্গে গভীর ঐতিহ্যবাহী একটি নাম। যাঁরা এই কলেজের গ্র্যাজুয়েট তাঁদের কাছে তো বটেই এমনকি সমগ্র নদীয়াবাসীর কাছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে যদি ফিরে তাকাই দেখতে পাব ১৮৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে সে যুগের সমাজ-মনস্ক দানশীল রাজা-জমিদার, বহু প্রগতিশীল মানুষ এমনকি মানবতাবাদী বহু ইংরাজ ব্যক্তিত্বেরও অবদান থেকে গেছে। কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় মূলতঃ ইংরাজী শিক্ষার জন্য। শিক্ষা বিস্তারে এই সমাজ-মনস্কতার বীজ মানুষের মনে বপন করেন সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরমশাই, ডেভিড হেয়ার সাহেব ইত্যাদি সুমহান মানুষেরা। মদন মোহন তর্কালঙ্কার, বেথুন সাহেব প্রভৃতি মনীষীও শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষ করে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে। কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ প্রতিষ্ঠার পরই বিদ্যাসাগর, বেথুন সাহেব ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৪৯ সালে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে একটি মাইল স্টোন স্থাপন করেন — বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। বেথুন সাহেব ছিলেন সরকারী কর্মচারী। এইসব স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী অর্থ গ্র্যান্ট করা তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে ছিল যখনই শিক্ষা বিস্তারে সরকারী অর্থের প্রয়োজন পড়েছে তিনি অকাতরে সাহায্য করেছেন।

এই কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন D. L. Richardson সাহেব। তার পূর্বে তিনি হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার দুই এক বৎসরের মধ্যে বেথুন সাহেব এই কলেজের এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন এবং স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের উপর একটি অপূর্ব সুন্দর ভাষণ পেশ করেন। এই কলেজের প্রাঙ্গণ তাই তাঁর পদধূলি-ধন্য।

কত যে মহান শিক্ষক এখানে অধ্যাপনা করেছেন, কত দিক্‌পাল ছাত্রের বুদ্ধির বিকাশ যে এই কলেজে হয়েছে — তা ভাবলে অবাক হতে হয়। কলেজজীবন প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিশোর এবং তরুণ ছাত্রেরা এখানে অধ্যয়নকালেই যৌবনে পদার্পণ করে এবং পূর্ণবয়স্ক মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার পথ ধরে। এই সময় তাদের জীবনের সঠিক পথটি চিনিয়ে দেয় কলেজ শিক্ষা। কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ এই কাজটি এতদিন ভালভাবেই পালন করেছে। বহু কৃতী ছাত্র এই কলেজ থেকেই শিক্ষিত হয়েছেন। গানের জগতে দিকপাল অমিয়নাথ সান্যাল, স্বাধীনতা সংগ্রামী বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল, সাহিত্যিক সুধীর চক্রবর্তী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অনিল বিশ্বাস — এঁরা এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।

এ কলেজের সঙ্গে আমার নাড়ীর টানও অনেক গভীর। এখানে পড়তে আসার আগেই এই কলেজের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে আমার পিতৃদেবের মাধ্যমে বাল্যকালে। পিতৃদেব প্রয়াত অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস এই কলেজের বাংলার বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দেন ১৯৫৫ সালে। পরিবারের সঙ্গে আমি বেলিয়াতোড় থেকে কৃষ্ণনগরে আসি ১৯৫৭ সালে। বাবার সহকর্মী হিসাবে বহু বিদগ্ধ অধ্যাপকের পদধূলি স্পর্শে ধন্য হয়েছে আমাদের বাড়ীর অঙ্গন। প্রায় প্রত্যহই তাঁদের কারো না কারো আগমন ঘটত। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। প্রাণখোলা উচ্চকণ্ঠে পিতৃদেব তাঁর স্বাগত জানাতেন। নানা উচ্চাঙ্গের আলোচনা চলতে থাকত। তাঁদের আপ্যায়ণের ফাঁকে ফাঁকে আমরাও সে সব আলোচনার স্বাদ গ্রহণ করতাম। হয়তঃ অনেক কিছু বুঝতাম না। আমার অনেক জ্ঞানও সঞ্চিত হয়ে যেত অবচেতনায়। ইংরাজীর প্রবাদ প্রতিম অধ্যাপক ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় তো রোজই আসতেন। কলেজের কাজ, কোষ্ঠী বিচার ইত্যাদি নানা কারণে, তিনি, বলতে গেলে আমাদের বাড়ীর লোকই বনে গিয়েছিলেন। বাবাকে তিনি ছোটভাই মনে করতেন। আসতেন বাবার অগ্রজপ্রতিম হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বলতেন — ক্ষুদিরামবাবু আমার প্রায় ছাত্র। সহকর্মী তো বটেই। একথা বলার কারণ হেমবাবু যখন বাঁকুড়া জেলা স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন

বাবার তখন ম্যাট্রিকুলেশনের টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। তাই সরাসরি বাবা তাঁর ক্লাস করেননি। পরে বিভিন্ন কলেজে একসঙ্গে কাজ করেছেন। দাদা যেমন ভাইয়ের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখে হেমবাবুও তেমনি বাবার উপর আস্থা রাখতেন। Persian এর বিভাগীয় প্রধান (সম্ভবতঃ একমাত্রই অধ্যাপক ছিলেন তাঁর ডিপার্টমেন্টে) ডঃ হরেন পাল মাঝে মাঝে আসতেন। এছাড়া লেখক ও ইংরাজীর অধ্যাপক শশীভূষণ দাশগুপ্ত, বাংলা বিভাগের সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, ডঃ ভবতোষ দত্ত, অজয় ঘোষ, আদিত্য প্রসাদ মজুমদার, শুকদেব সিংহ, সুধীর চক্রবর্ত্তী, স্মরণ আচার্য্য, নির্মল মজুমদার, সুধীর নন্দী ও তাঁর স্ত্রী লীলা নন্দী, শ্যামল বিকাশ ভট্টাচার্য্য, হরেকৃষ্ণ রায়, বার্নিক রায়, মিহির কুমার মজুমদার প্রমুখ অধ্যাপকদের সঙ্গে কলেজে ভর্তি হওয়ার আগেই আমার পরিচয় ঘটে। তখনকার দিনে আমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে যেন স্বর্ণযুগ চলছিল। আমাদের পরিবারের ধারা চিরকালই অনাড়ম্বর। এই সব গুণীজনের সংস্পর্শে এসে এবং বাবার আদর্শ জীবনযাপন আমাদের পরিবারের ছোটদের সাধারণ জীবনে থেকেও উচ্চ চিন্তা ভাবনায় অভ্যস্ত করেছিল। কত বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনাই যে তখন হত! কোন্ লেখক কোন্ ভাল লেখা প্রকাশ করলেন, কার লেখার বিষয়টি বিতর্কিত, এলিয়ট ইয়েট্স্ বা হার্ডি — কোন লেখকের লেখায় এঁদের প্রভাব আছে — ইত্যাদি। এছাড়ামূলত বিভিন্ন উপন্যাস বিষয়ে তর্ক, Paper Setting নিয়ে আলোচনা, Final পরীক্ষার মূল্যায়ণ, ক্লাস রুটিন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা। একবার গভঃ কলেজে কর্মরত বাবার এক ছাত্র অধ্যাপক একটি Final পরীক্ষার খাতা নিয়ে হাজির। পরীক্ষার্থী বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে উত্তর লিখতে গিয়ে পদের উদাহরণ হিসেবে লিখেছে —

তখন হুঁকা হাতে করি / আপনি শ্রী হরি /
আইলেন শ্রীরাধার ঘরে / বললেন 'রাধে', একটু /
আগুন দে গো —

তিনি বললেন, স্যার কি করব, নম্বর কি দেব না? বাবার উত্তর ছিল — নম্বর দিয়ে দাও। ঘটনাটি এত চমকপ্রদ — আমরা খুব হেসে ব্যাপারটি উপভোগ করেছিলাম — আমাদের মধ্যে বাবা ও অধ্যাপক মশায়ও প্রবলভাবে যোগ দিয়েছিলেন।

দু'একটি ঘটনার কথা বললে বোঝা যাবে আমার ছোটবেলা কিভাবে এই কলেজের সঙ্গে জাড়িয়েছিল। থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা আমার শৈশব থেকেই ছিল। স্টার, ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট হল ইত্যাদিতে বাবার সঙ্গে কয়েকবার গেছি — কিন্তু তখন অভিনয় বোঝার ক্ষমতা ছিল না। একবার ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটে শিশির ভাদুড়ীর অভিনীত ও পরিচালিত এক নাটক দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছুই মনে পড়েনা। সে বার ১৯৫৮ সালে বোধহয় বাবা একটি নাটক দেখতে নিয়ে গেলেন কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজে। নাটকটি তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন'। কুশীলব সবার কথা মনে নেই — যাঁদের কথা মনে আছে তাঁরা হলেন প্রয়াত ড. নীরদবরণ হাজরা — নায়কের ভুমিকায় এবং প্রয়াত নিরঞ্জন মিত্র — নায়িকার রোলে। নাটকটি আমার মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। কী অভিনয় কুশলতা, কী ডায়লগ, কী পরিচালনা, কী ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ — সবই ছিল উচ্চাঙ্গের। দেখতে দেখতে আমি বিমোহিত হয়ে যাই। তখন থেকেই আমার মনে থিয়েটার প্রীতি জন্মায়।

আর একটি ঘটনার কথা ভোলার নয় কারণ, সে অভিজ্ঞতা আমার আর কখনও হয়নি — হবেও না। তখন পূর্ণ মুখার্জ্জী মশায় এই কলেজের অধ্যক্ষ। পরে ডি. পি. আই. হন। মাসটা মনে নেই — সালটা বোধ হয় '৫৭ কি '৫৮। বসন্ত বা গ্রীষ্ম কাল। প্রেসিডেন্সী কলেজের সায়েন্স ল্যাব থেকে একটি Powerful telescope আনান হয়েছিল গভঃ কলেজে — ছাত্রদের গ্রহ-তারা-মহাকাশ বিষয়ে অবহিত করার জন্য। রাত্রে হবে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ। রাত প্রায় ১১টা নাগাদ পিতৃদেব আমাকে ও আমার পরের বোন বাণীমঞ্জরীকে নিয়ে এলেন দেখানোর জন্য। Playground -এর মাঠের মাঝখানে একটি স্ট্যাণ্ডের উপর টেলিস্কোপটি লাগানো হল। বড়রা চেয়ার দাঁড়িয়ে দেখছেন। আমরা হাইটে ছোট — দেখতে পারছিনা — তাই পূর্ণবাবু আমাদের দুজনকে একে একে কোলে তুলে নিয়ে দেখাতে লাগলেন — পরপর চাঁদ, বৃহস্পতি ও শণি গ্রহ। telescope

টি এত জোরালো ছিল যে পুরোটা চাঁদ এর ফ্রেমে ধরেনি। একটা অংশমাত্র বড়ো করে ফ্রেমে ফুটে উঠল। মনে হচ্ছিল ইঁট পাথরের উপর পলিমাটির ঘন আস্তরণ রয়ে গেছে। এই ইঁট পাথরের মত বস্তুগুলি আসলে ছিল চাঁদের বড় বড় পাহাড়। বৃহস্পতিকে দেখতে একটা বড় সোনার থালার মত লাগছিল। শনিকে লাগছিল হাল্কানীল রঙের পিংপং বলের মত। একবার — ছুটির দিন। সকাল ৯টার মত সময়ে বাড়ীতে এসে হাজির হলেন ১০/১১ জন অধ্যাপক। বিভিন্ন বিভাগের। এঁদের অনেকেই 'আশাবাড়ি'র বাসিন্দা। অনেকক্ষণ গল্প গাছা করার পর তাঁরা যখন বাড়ীর দিকে রওনা দেবেন — বাবা প্রত্যেকের হাতে একটি করে গাছের লাউ ধরিয়ে দিলেন। মহা উৎসাহে তাঁরা তা গ্রহণ করলেও পরক্ষণেই বিষণ্ণ। কারণ লাউ হাতে রিক্‌শ স্ট্যাণ্ডে গিয়ে রিক্‌শ ধরতে হবে। বললেন, হেঁটে এসেছিলাম কিন্তু হেঁটে ফেরা যাবেনা।

একবার বাবা কলেজ করে ফেরার কিছুক্ষণ পর কলেজের দারোয়ান খাঁচায় বন্দী দুটি বড় টিয়াপাখী এনে হাজির। বাবা বললেন, ও পাখী ধরছিল — আমি এ দুটো কিনে নিয়েছি। ভাল করিনি?

এরপর দারোয়ানকে টাকা দিয়ে বাবা সকলকে ডাকলেন বললেন — সবাই দেখে যাও। এরপর খাঁচার দরজা খুলে পাখী দুটি উড়িয়ে দিলেন। দারোয়ান অবাক হয়ে বলল, স্যার একি করলেন! বাবার উত্তর — এজন্যই কিনেছিলাম। কলেজের বড় বড় গাছের কোটরে তখন অনেক টিয়াপাখী থাকত।

১৯৬১-৬২ সালে আমরা যখন কলেজে পড়তে এলাম কলেজের পরিবেশ তখন ছিল এখনকার চেয়ে অনেকটাই আলাদা। কলেজে আমার পথে C.M.S স্কুলের সামনের রাস্তার ডান দিক দিয়ে ছিল গাছের সারি — কৃষ্ণচূড়া, আকাশমণি, রাধাচূড়া, কদম ইত্যাদির। ভোলাদার চায়ের দোকানের কাছে মোড় ঘুরলেই শুরু হয়ে যেত কলেজে ঢোকার রাস্তা। দু'ধার ঝাউ, মেহগিনি, রেনট্রিগাছ সমন্বিত তরুবীথির মধ্যে দিয়ে সেই রাস্তা। রাস্তায় পৌঁছে গেলে শন শন্ শব্দে বাতাস স্বাগত জানাত ঝাউলতার মধ্যে দিয়ে বয়ে যেতে যেতে।

এই কলেজের মত location খুব কম কলেজেরই আছে। বিশাল ক্যাম্পাস। সেটি আবার মহার্ঘ্য অজস্র গাছ দিয়ে ঢাকা। বিশাল খেলার মাঠের চারপাশে ছিল তেঁতুল, কদম, নিম, মেহগিনি ইত্যাদি গাছের ঘেরাটোপ। মাঝখানটা ফাঁকা। এটি Playground, একপাশে গ্যালারি ও পিছনে ক্যান্টিন। কলেজের পিছনে নির্জন, কোলাহল হীন পরিবেশে মুসলিম ও হিন্দু হস্টেল। বহুযুগের সারি সারি দেবদারু গাছ হস্টেলের সামনের রাস্তায় এখনও শোভা পাচ্ছে তবে নির্জনতা আর নেই — অফিস, বসতবাড়ী ইত্যাদি প্রচুর তৈরী হয়েছে। কলেজের পূর্বদিকের বিশাল ফাঁকা মাঠে অজস্র বিশাল বিশাল মেহগিনি শোভা পেত। এখন দুটি একটি মাত্র টিকে রয়েছে। কলেজে ঢুকতে গেট ও লাইব্রেরীর সামনে ছিল দুটি রেনট্রি গাছ। এর তলায় আমরা কত বসেছি, কত আড্ডা দিয়েছি। এখন সেগুলি নেই। কলেজের গেটে ঢুকেই চোখে পড়ত তিন-চারটি অশোক ফুলের গাছ — ফুলের সমারোহ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। এখন ১টি প্রায় মৃত গাছ ছাড়া আর নেই। তবে গেটের পাশে ভিতরের দিকে যে BigBoy রেনট্রিটি দাঁড়িয়ে আছে — তা দেখলে কত যে পুরানো স্মৃতি জেগে ওঠে তা বলার নয়। কতবার আমরা ক্লাসে না গিয়ে গল্প করেছি — স্যারেরা ওখানে চলে এসেছেন আমাদের খুঁজতে। এখনো কি এরকম হয়?

আমাদের সময় কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন অধ্যাপক ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। উনি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। অধ্যক্ষ হলেও নিয়মিত আমাদের ক্লাস নিতেন। দুর্বোধ্য বিষয়গুলি বোঝানোর জন্য কলেজ ছুটির পর নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে আমাদের ক্লাস নিতেন। কলেজের প্রত্যেকটি বিষয়ে ছিল ওঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ছাত্রদের ঠিকভাবে ক্লাস করতে হবে। কলেজের বাগান কেউ নষ্ট করবে না। Teacher দের Punctual হতে হবে। একটা রটনা ছিল — ওঁর একটি চোখ পাথরের। তাই দুষ্টু ছাত্ররা ওকে রাগাবার জন্য 'কাণা ফণে' বলে চেঁচিয়ে উঠত। অধ্যাপকেরা কলকাতা থেকে রোজ যাতায়াত করলে পঠন পাঠন ব্যাহত হবে তাই উদ্যোগী হয়ে Staff-Quarter তৈরী করান। একটি ঘটনার কথা না বলে পারছিনা। অবসর গ্রহণের পর প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকতে প্রথম ঘরটিতে বাবার একটি রিসার্চের কাজ চলছে। সেদিন আমিও সেইঘরে উপস্থিত।

ফণিবাবু এলেন রিসার্চেরই কাজে। কথা প্রসঙ্গে আমি কৃষ্ণনগরে আমার আমন্ত্রণ জানালাম। উনি বললেন — উনি আর কোনদিন কৃষ্ণনগরে আসবেন না। কারণ কৃষ্ণনগরের মানুষ ওঁকে পছন্দ করে না। একবার উনি সরকারী কাজে ডি.এম. এর সঙ্গে মিটিং করতে আসেন। রিকশায় আসছিলেন। পথে পক্ককেশ এক বর্ষীয়ান মানুষ 'কাণা ফনে যে!' বলে চীৎকার করে ওঠেন। বলতে বলতে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। বলেন ওখানকার মানুষ আমাকে পছন্দ করে না। একথা শুনে পিতৃদেব হেসে ফেলেন। বলেন — আরে মশাই, আপনি ভুল বুঝেছেন। আপনাকে দেখে আনন্দের উচ্ছ্বাসে সে ওই উক্তি করেছে — ব্যক্তিটি আপনার ছাত্র। আপনাকে ডাকার আর কোন নাম তার জানা নেই। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম একথা ভেবে যে আপাত কঠিন মানুষটির মন এত কোমল।

শশীবাবু (শশীভূষণ দাশগুপ্ত), রমেনবাবু (রামেন্দ্রকুমার আচার্য্যচৌধুরী) আমাদের খুব ভালো পড়াতেন। কেবল বিষয় বস্তুই নয় প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বহু লেখক, কবি, সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে আলোচনা তাঁদের পড়ানোয় উঠে আসত। আমাদের তাঁরা ক্ষুদ্র পরিমণ্ডল থেকে বৃহৎ জগতে নিয়ে যেতেন। কুয়োর মধ্যে থেকে যেন জ্ঞান সমুদ্রের গর্জন আমাদের আলোড়িত করত। সুধীর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাংলার ক্লাস আমাদের খুবই প্রিয় ছিল। যা পড়াতেন ছবির মত মনে থাকত। Point-wise আলোচনা করতেন অত্যান্ত সরলভাবে পড়ানোর শেষে কোন্ কোন্ পয়েন্ট আলোচনা হল বোর্ডে লিখতেন। অনার্স স্টুডেন্টদের সঙ্গেই আমাদের ঐচ্ছিক বাংলার ক্লাস হত। তাই সেখানেও অনেক বড় পরিসরে শিখতে পারতাম। পড়ানোর পর অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা চলত। আমাদের সময়ে কলেজ ম্যাগাজিন সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। প্রচ্ছদ, ছাপা, রচনা নির্বাচনের কাজ তাই খুব উঁচুমানের হত।

কলেজে পড়ার পর্যায় আমাদের ছোট গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর জগতে এনে ফেলেছিল। সমাজমনস্কতা তৈরী হচ্ছিল। দেশ সম্বন্ধে ভাবনা মনে দানা বাঁধছিল। উচ্চ আদর্শ এবং উচ্চ আকাঙ্খা মনে জন্ম নিচ্ছিল। বিভিন্ন কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করার ফলে জীবনে যেন নতুন জোয়ার এসেছিল। কৃষ্ণনগর গভ: কলেজ এইভাবে কৈশোর থেকে আমাদের যৌবনে পৌঁছে দেয়। আবৃত্তি, Seminar, debate, অ-পূর্ব কল্পিত ভাষণ, লেকার চর্চা আমাদের বৃহত্তর জীবনের প্রবেশপথে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। Liberation এর ধারণাও এখানে গড়ে ওঠে। আমাদের আসলে মেয়েরা ক্যান্টিনে যেতে পারত না। ক্লাস করার সময় দুটো বেঞ্চ খালি রেখে ছেলেরা আগে গিয়ে বসে থাকত। আমরা স্যারের পিছন পিছন পরে গিয়ে ফাঁকা বেঞ্চে জায়গা নিতাম। একবার ইংরাজীর এক অধ্যাপক যোগ দিলেন — নাম চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য — আমাদের পিছন পিছন যেতে দেখে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, I don't want to had a procession of ladies. I will not allow you in the class after I enter it. সেদিন তিনি আমাদের ক্লাসে ঢুকতে দেননি। পরদিন থেকে আমরা আগেই ক্লাসে গিয়ে বসতাম।

এইভাবে liberation -এ আমাদের হাতে খড়ি হল। আমার ক্ষেত্রে যেমন, সবার ক্ষেত্রেই সেরকম — কলেজ জীবনের স্মৃতি কিছুতেই মুছে ফেলার নয়। এখানেই আমাদের চেতনা, বুদ্ধি, আদর্শ বিকাশ লাভ করেছে। তাই এই কলেজ আমাদের মা। এর ছত্রছায়ায় যে সহপাঠী বন্ধু, অগ্রজ এবং অনুজদের পেয়েছি তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভিত আমার এখনও প্রগাঢ়। অনিল বিশ্বাস, নৃসিংহ নারায়ণ বিশ্বাস, মৃণালকান্তি দেবনাথ, অলোক আচার্য্য আজ প্রয়াত। কিন্তু অবনী জোয়ারদার, অনুভা মিত্র, অলোক ভৌমিক, তপন সাহা ও আরও অনেকে রয়েছেন যাদের সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হলেও পুরানো উষ্ণতা তৎক্ষণাৎ ফিরে আসে। তাঁরা আমার "never-failing friends'.

জেনারেশন গ্যাপ থাকার দরুণ এখনকার ছাত্রদের উপর কলেজের প্রভাব কতটা তা আমরা বুঝতে পারি না। দেখা যায় উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স শেষ করার পর কলেজে ভর্তির জন্য তারা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তৈরী হয়। তারপর যে যেখানে সুযোগ পায় সেই বিষয় নিয়ে ভর্তি হয়। আমাদের কালের মত ইচ্ছাসুখে বিষয় নির্বাচন করতে পারে না। বাধ্যতামূলক ভাবে বিষয়গুলি গ্রহণ করে। আজকের বেশীরভাগ ছাত্রই তোতাপাখীর মত কোচিং ক্লাসের নোট মুখস্থ করে খাতার পাতায় উদ্গীরণ করে। তাদের উত্তর লেখার মধ্যে মৌলিকতা খুব কম থাকে। হয়ত একই উত্তর একশজন লেখে! পঠন পাঠন সমাপ্ত

হওয়ার পর এঁদের মধ্যে তৃপ্তভাব দেখা যাচ্ছেনা। অধিকাংশ ছাত্রই কিছুটা অস্থির, কিছুটা বিকলিত, কিছুটা হতাশ। বোঝা যায় আমাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির তারা শিকার। সুষ্ঠু শিক্ষা-পরিকল্পনার অভাব, সর্বত্র নৈরাজ্যের বাতাবরণ. সবচেয়ে প্রভাবিত করছে তাদেরই।

এ ব্যাপারে তাদের জীবনে নিশানা দেখাতে পারেন একমাত্র শিক্ষকেরা। কখনও জ্ঞান বিতরণ করে, কখনও বন্ধু হিসাবে, কখনও স্নেহশীল পিতার ভূমিকা পালন করে — এঁরাই পারেন এদের সুস্থ পরিবেশ তৈরী করতে, জীবনের সঠিক পথের দিশা দেখাতে।

বুঝি না আজকের শিক্ষকেরা ছাত্রদের পরিচালনা করতে ব্যর্থ হন কেন? কেন কলেজে কলেজে নৈরাজ্যের বাতাবরণ! অনেক কলেজে ছাত্ররাজই বা চলবে কেন? খোলা আলোচনা, seminer, debate ইত্যাদির মাধ্যমে কি এসব অসুবিধা দূর করা যায় না! আমরা আশা রাখব এমন দিনের হয়ত দেরী নেই যখন আবার অধ্যাপকেরা ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে পারবেন এবং ছাত্ররাও তাঁদের প্রদর্শিত পথ জীবনে অনুসরণ করতে পারবে।

Phone : 257104

With Best Complements From :–

THE BOOK HOUSE

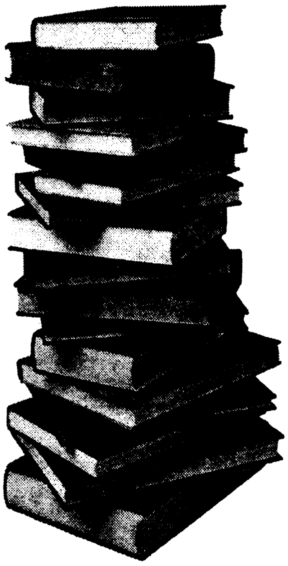

Prop. TAPAS SARKAR

KRISHNAGAR ❑ NADIA

(Beside Mrinalini Girls' School)

All Kinds of Book & Engineering Instrument.

সে দিনের দুষ্টুমি

স্বদেশে রায়

কৃষ্ণনগর কলেজে আমার শিক্ষাকাল ১৯৭০-৭৩ । এই সময়টাকে বলা হতো ৭০ এর দশক। পুরানো সেই দিনের কথা, এখনও মনে পরে। আমার কলেজ জীবনের এই সময়টা ছিল ঘটনাবহুল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা ঘটে ছিল, এ সবই ইতিহাস। আমরা যখন কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ছিলাম, আমাদের সময়ের যেমন কৃতি অধ্যাপকদের পেয়েছিলাম, তেমনই ছিল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি। ভীষণ গুরুত্বদিয়েই সেই সময় পঠন-পাঠন চলতো, তার সাথে পাল্লা দিয়ে চলতো খেলা-ধুলো ও বুদ্ধিদীপ্ত দুষ্টুমি। আমাদের দুষ্টুমি এমন পর্যায়ের ছিল যে, — সারেরা দুষ্টুমিতে অতিষ্ট হয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেও পরে হাসি মুখে তারিফও করতেন।

এখনও সেই দুষ্টুমির টুকরো-টুকরো ছবি, চোখের সামনে ভেসে উঠে। জীবনের অনেকটা পথ ফেলে এসেছি। তাই বলে, সেই দিনগুলি ফেলে দিতে পারি নি, ভুলে যেতে দিই নি। সেজন্যই আমাদের কলেজের প্রাক্তনীদের মিলন মেলার 'স্মারকগ্রন্থে' সেই নানা রংয়ের দিনগুলি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করলাম।

আজও ১৯৭১ -এর সেই বসন্তের দিনগুলির কথা খুব মনে পড়ে। সে বসন্ত রোদন ভরা হলেও, একটা জয়ের মালাও গাথা হয়েছিল। সে বছরেও লাল শিমুল-পলাশ ফুটে ছিল। মন রাঙিয়ে ছিল, রাজপথ রাঙিয়েছিল ওপার বাংলার মুক্তিকামী মানুষের বুকের তাজা রক্ত। ওপার বাংলার মুক্তি-যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ৭১ এর মার্চে। আমাদের কলেজ প্রাঙ্গণ ভরে গিয়েছিল ভারতীয় সেনা বাহিনীর সমাবেশে। ডিসেম্বর মাসে শুরু হ'ল চূড়ান্ত যুদ্ধ। ঘটল ঢাকার পতন। সেই সময় বেতার মারফত জেনারেল মানেক'শ ঘন ঘন ঘোষণা করছিলেন, পাক-সেনা বাহিনীর প্রতি — "তোমরা তোমাদের সমস্ত অস্ত্র সমর্পণ করো, তোমাদের যোগোযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। জেনিভা চুক্তি অনুযায়ী তোমাদের সম্মান দেওয়া হবে। সেই সময় একদিন বাংলার ক্লাসে ঘটেছিল একটি ঘটনা, যা ছিল দুষ্টুমিতে ভরা। পড়ানো হচ্ছিল, বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্র। পড়াচ্ছিলেন এক প্রথিতমলা অধ্যাপক ডঃ রামেশ্বর শ। এমন সময় পঠন-পাঠনে ছন্দ পতন ঘনিয়ে, আমাদের সতীর্থ স্বপন শঙ্করের প্রশ্ন। "স্যার এক কথা ছিল", গম্ভীর মুখে-অধ্যাপক রামেশ্বর বাবু বললেন, — 'বল!'

স্বপন শঙ্কর, — "স্যার, জেনারেল মানেকশ কি আপনার আত্মীয়?"

রামেশ্বর বাবু, — "তা কী করে সম্ভব! তিনি পার্শী আর আমি হিন্দু"।

স্বপন শঙ্কর, — "আমার মনে হলো, আপনার নাম রামেশ্বর শ আর জেনারেল মানেকশ-র নামের মধ্যে কোথাও যেন একটু মিল আছে। তাই ...। ক্লাস আবার পড়াশুনার ছন্দে ফিরেছে। এবার মাঝের বেঞ্চ থেকে সম্ভবতঃ অভিজিত বলে বসলো, — "স্যার আমার মনে হচ্ছে, উনি আপনার আত্মীয় হতে পারেন?"

রামেশ্বর বাবু, — কে?

"স্যার মনে হচ্ছে বার্নাডশ"।

রামেশ্বর বাবু, — "নানা সেতো আরও দুরের সম্পর্ক, উনি ইউরোপিয়ান, আমি ভারতীয়,

এ ধরণের দুষ্টুমি আমাদের সময় অনেক হয়েছে। এখন কেমন হয়, জানতে ইচ্ছা করে।

আরও একটি টুকরো দুষ্টুমির কথা মনে আছে। আমাদের সময়ে একনম্বর হল ঘরে তিন সারিতে বেঞ্চ সাজানো থাকতো। মাঝের সারির শেষ বেঞ্চে বসে, আমরা ক'জন খুব গল্প করছিলাম। সেইসময়, — স্যার চণ্ডী মুখার্জী বললেন, —"লাস্ট বেঞ্চ এবার বার করে দেব"। লাস্ট বেঞ্চটাকে আমরা পাজাকোলে করে বাইরের বারান্দায় রেখে এসে বললাম, — "স্যার, লাস্ট বেঞ্চকে বের করে দিয়েছি।"

এমন দুষ্টুমির মধ্যেও আমাদের সব বন্ধুরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। শেষে বলি, কৃষ্ণনগর কলেজ যেন কৃষ্ণনগর কলেজেই থাকে।

Membership No.	sdfds	sdfds	Phone No.
45/94	Achintya Saha	Dinabandhu	9734333938
155/04	Adreja Basu	Arun Kumar	9002573662
89/50	Ajit Kumar Basu	Nityagopal	3472224340
79/56	Ajit Kumar Mukherjee	Dwijendra Nath	9475148393
Sep-57	Ajit Nath Ganguly	Prabodh Nath	
63/70	Alaktika Mukhopadhyay	Dinabandhu	9830574027
76/67	Amarendra Nath Biswas	Bhuban Mohan	9874835273
33/44	Ambuj Maulik	Amulya Kumar	9232315652
32/75	Amit Kumar Maulik	Ambuj	9434450959
19/67	Amitava Mukherjee	Bholanath	3472255143
120/70	Amitava Roy	Panchanan	
69/76	Ananta Bandyopadhyay	Indu Kiran	94322823?
105/63	Anil Kumar Mondal	Brojendranath	3325820052
94/66	Anil Kumar Roy	Krishnalal	9232604899
130/57	Anil Kumar Sarkar	Abhoy Charan	3327075853
148/96	Anirban Dhar	Pradip Narayan	9474338900
127/60	Aniruddha Palchowdhury	Keshab	3472252036
75/69	Anju Biswas	Sudhir	3472271343
163/65	Apurba Bag	Manindranath	
23/79	Archamna Ghosh sarkar	Dr. Ra[illegible]dra[illegible]ath	3472252474
56/54	Ardhendu Bhusan Kundu	A[illegible]ta B[illegible]san	347225483
27/59	Arun Kumar Bhaduri	Na[illegible]sh Chandra	3472224770
106/67	Ashes Kumar Das	[illegible]	3325827329
28/56	Ashoke Kr. Bhad[illegible]	[illegible]aresh Chandra	3472224770
96/72	Asim Kuma[illegible] Saha	Amiyo Kumar	6434105358
36/68	Asit K[illegible]	Krishna Kinkar	3472224249
123/64	B[illegible]ibrata Sa[illegible]	Sudhir Chandra	9433728900
124/68	Ba[illegible] Ghosh (Das)	K.R.Das	
85/ 58	Basu[illegible]ev Mondal	Jugal Kishore	3472252888
21/60	Basudev Saha	Gopesh	3472224595
140/70	Basudev Sarkar	Dharmadas	9474593228
95/72	Bhabanil Pramanik	Kshitish chandra	3472657664
55/69	Bhairab Sarkar	Radharaman	347326171
51/64	Bharati Das Bagchi	Debapriya	3472253160
24/90	Bholanath Swarnakar	Aunil Kumar	9474740222
158/68	Bhudev Biswas	Khagendranath	3325823098
188/52	Bibekananda Sen	Bipin Behari	9435531603
160/64	Bidyut Bhusan Sengupta	Binoykrishna	9434826097
34/53	Bidyut Kumar Sen	Brojo Gobinda	9474678247
126/69	Bijan Kumar Saha	Bimal Kanti	9434553678
17/ 76	Bijon Ghosh	Binoykrishna	9810090664
156/65	Bijoy Kumar Dutta	Kanailal	9434124535
174/67	Bimalendu Singha Roy	Kanuranjan	
16/ 76	Bishnu Gopal Biswas	Prafulla	
175/61	Biswanath Kundu	Nagendranarayan	9474480374
May-67	Brajendra Narayan Dutta	D .N.Dutta	

MEMBERS

35/56	Byomkesh Sarkar	Hemchandra	3472224979
83/60	Chandan Kanti Sanyal	K.D.	9232467217
161/91	Chandan Mondal	Monoranjan Mondal	
Aug-58	Chinmoy Bhattacharya	Karunamoy	
149/66	Chittaranjan Roy	Brojendra Kumar	x947407299
49/63	Deb Kumar Roy	Pramod Chandra	3472256700
137/64	Debdas Acharya	Dayamoy	3472256152
Mar-59	Dhirendranath Biswas	Radha Gobinda	
113/01	Dibyendu Saha	Culal Chandra	9832276570
179/66	Dilip Kumar Biswas	Pravat Ranjan	
Dec-62	Dilip Kumar Guha	N. C.	
87/59	Dilip Kumar Gupta	Hemendra Chandra	9434054936
185/60	Dilip Mukherjee	Nirod Gopal	9434821791
111/75	Dinabandhu Mandol	Bhim Chandra	
20/53	Dinesh Chandra Majumder	Nishikanta	3472255646
138/75	Dipak Das	Nagendranath	9434324568
183/84	Dipak dasgupta	Triguna Chandra	033-25920905
Jun-65	Dipak Kumar Biswas	Girijanath	
29/92	Dipak Kumar Ghosh	Sudarshan	9434825048
176/61	Dipak Kumar Moitra	Benoy Kumar	9434320243
78/70	Dipak Kumar Sanyal	Pareshnath	3472224095
22/70	Dipali Sanyal	Subodh	3472226076
150/	Dipan Mukherjee	D[illegible] Kumar	9932325736
15 / 67	Dipankar Das	[illegible] Kumar	
157/66	Dipti Prakash pal	Banamali	3325826446
189/58	Durga Shankar [illegible]	Bhudeb Chandra	9475822543
177/68	Gaurpada Das	Monoranjan	03472-258984
98/98	Gautam [illegible]	Shakti	9932378790
131/57	Gita Biswas	Pramatha Busan	3324934850
71/98	Gobinda Chandra Sengupta	Krishna Chandra	3472244157
70/60	Gokul Chandra Biswas	Sridhar	9232367988
86/58	Gour Mohan Banerjee	Bechulal	
110/67	Harisankar Das	Gopal Chandra	9339739556
146/67	Himansu Ranjan Das	Satish Chandra	9339092993
119/85	Indrani Sen (Sarkar)	Bratin Sarkar	9903972702
186/82	Indranil Biswas	Pranab Kumar	9732727048
43/90	Indranil Chatterjee	Satyendranath	974675633
178/88	Jahar Mazumdar	A.K.Majumder	
184/55	Jatindra Mohan Dutta	Mohini Mohan	9832267952
165/84	Jayanta Khan	Jiban Krishna	
122/65	Jiban Ratan Bhattacharya	Bholanath	9475111212
37/64	Joydev Karmakar	Dulal Chandra	3472252248
145/66	Kajal Bikas Bhadar	Kshirode Chandra	
25/59	KalyanBrata Dutta	Phani Bhusan	3472255271
26/59	Kamakshya Kr Dutta	Phani Bhusan	
14 / 74	Kanailal Biswas	Nandadulal	
93/61	Karunamoy Biswas	Kaliprsanna	9732821900

MEMBERS

MEMBERS

Jan-45	Kashikanta Moitra	Pt. Lakshmikanta	
48/69	Khagendra Kumar Datta	PrafullaKumar	9775772002
162/75	Kishore Biswas	Laksman	9434112120
18/70	Krishna Gopal Biswas		3471255590
117/67	Krishna kumar Joardar	G.C. joarder	9810341263
73/85	Lipika Roy	R. B. Roy	
40/62	Maitreyi Chandra	Karunamoy	3472254922
115/04	Malin Kanti Roy	Manindra Nath	9933962689
59/	Manashi De	Chittaranjan	
68/57	Manjulika Sarkar	Manindranath	3472254738
114/70	Manotosh Chakraborty	Haran Chandra	
47/70	Marjana Ghosh Guha	Dilip Kumar	9434551980
62/71	Mina Pal	Saroj Ranjan Palchoudhury	
108/66	Minat Kumar Mondal	Tarapada	3332570649
58/83	Mita De	Chittaranjan	9434451715
57/66	Mrinal Kanti Bhattacharya	Manindralal	9434505008
168/63	Nabendu Kumar Sarkar	Amarendranath	9332327970
134/58	Narayan Biswas	Seurendranath	3324996055
180/71	Narayan Chandra Biswas	Hara Mohan	9475032727
60/96	Nayan Chandra Acharya	Adityanath	3326300912
169/04	Nemai Chandra Das	Kalipada	9474478773
100/55	Nihar Ranjan Das	Niranjan	03472-256596
152/44	Nirmal Kumar Biswas	[illegible] Chandra	9434586170
84/60	Nirmal Sanyal	[illegible] Sankar	3472253295
50/96	Papia Sen Dutta	B[illegible]jendranath	9323663623
107/65	Paresh Chandra Biswas	Gour Chandra	3325826192
142/69	Parimal Kumar Nandi	K.H. Nandi	9434890788
141/66	Paritosh Kumar S[illegible]adddar	Anil Chandra	9830350824
Jul-67	Pijus Kumar Tarafder	Prafullanath	
81/70	Pradip Kumar Bhattacharya	Prabhas Chandra	3472224439
166/74	Pranab Kumar Kar	Pramod Ranjan	9434709556
136/72	Pranesh Kumar Sarkar	Panchanan	3473271411
173/64	Prasanta Kumar bhowmik	Dhirendra Kumar	9434193877
116/69	Prasanta Mukherjee	Manaranjan	
132/57	Pratap Narayan Biswas	Pramatha Bhusan	
182/04	Pratima Roy Mukherjee	W/o Saurav Kumar Mukherjee	9474760901
80/54	Pravat Kumar Roy	Nityananda	
159/63	Pravat Ranjan Mondal	Gopi Krishna	03472-252986
54/97	Priti Biswas	Dipak Kumar	
129/65	Priyogopal Biswas	Prafulla Kumar	
90/94	Prosenjit Biswas	Dhananjoy	
167/65	Rabindranath Modak	Radhagobinda	03472-251365
121/68	Rama Prasad Pal	Kalipada	9433045452
102/60	Ramendranath Mukherjee	Anath Nath	03472-252657
65/81	Ratna Goswami Das	W/O Dipankar	3472254646
154/92	Raul Guha	Sailendranath	3472259477
135/58	Runu Bhattacharya	R.N. Bhattacharya	9433792801

Feb-43	S. M. Badaruddin	S R Akbar Ali	
147/67	Sabita Sen (Roy)	Abhijit Sen	3324611844
118/65	Sachindra Nath Chakraborty	R.N.Chakraborty	9433043860
72/90	Saikat Kundu	Sunil Kumar	
170/65	Sailen Sinha	Panchanan	9474477175
128/66	Sailendra Kumar Datta	Prafulla Kumar	
82/60	Salil Kumar Ghosh	Binod Chandra	9333215172
67/71	Sambhunath Biswas	Gaur Chandra	3472320296
125/65	Samir Kumar Bej	Murari Mohan	9433876698
181/66	Samir Kumar Chatterjee	Manomahan	9433235801
Nov-65	Samir Kumar Halder	Abhoy Prasanna	
41/62	Samiran Kumar Pal	Ratish	9474783354
30/66	Sampad Narayan Dhar	Jogendra Narayan	3472253490
103/85	Sandipta Sanyal	Nirmal	03472-250611
171/93	Sanjib Biswas	Santosh	9434962376
97/72	Sanjit Kumar Chowdhury	Kalipada	9434706109
164/88	Sanjoy Ghosh	Dayal Chandra	
52/59	Sankareswar Datta	Jadunath	9339757442
144/67	Sekhar banerjee	Suryapada	
91/83	Shyama Prasad Sinha Roy	Kamak[illegible]d	
Oct-75	Shyama Prosad Biswas	Ta[illegible]al	9474336571
74/68	Shyamapada Mukhopadhyay	Durga Prosad	3472258457
44/64	Sibnath Choudhury	Priyanath	9434191207
104/63	Sikha Sanyal	W/o Nirmal	03472-253295
13 / 67	Sirajul Islam	Sunnal Ali	
187/60	Sital Chandra Saha	Gopal Chandra	8436010309
99/60	Soumendra Mohan Sanyal	Dhirendranath	9474017727
41/56	Subh[illegible]	Satyajiban	
38/62	Subimal Chandra	Bibhuti Bhusan	3472254481
143/67	Subodh Chandra Paul	Dayal Chandra	9474423904
92/73	Sudhakar Biswas	Purna Chandra	9830852325
64/63	Sudhir Kumar Saha	Abinash	9434951990
46/97	Sudipta Pramanik	Asim Kumar	9434419951
109/70	Sujata Chakraborty	W/o Rabindranath	
153/81	Sujit Kumar Biswas	Saila Kumar	3472255590
172/85	Sukesh Kundu	Subal	9434193877
77/76	Sukumar Mukhopadhyay	Anil Kumar	3472256200
101/68	Suruchi Dutta	Mohitosh	
61/73	Swadesh Roy	Sailendra Narayan	9932377420
139/68	Swapan Kumar Bandyopadhyay	Satissh Gopal	9434505834
151/68	Swapan Kumar Misra	Narendranath	9434506119
53/68	Swapna Bhowmik	Dhirendra	3472254208
66/02	Tapalabdha Bhattacharya	Dhruba	9474381044
88-88	Tapan Kumar Ghosh	Madhusudan	9832881075
Apr-59	Tapas Kumar Modak	Basanta Kumar	
112/68	Tapogopal Pal		3472254018
31/49	Tushar Kr. Choudhury		3472253725
133/68	Uday Sankar Chattopadhyay	Anil Kumar	3472257010
39/78	Ujjal Kumar Modak	Nilmony	9434056783

On the occasion of RE-UNION of
KRISHNAGAR COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION

OUR BEST WISHES TO ALL

CONSUS CO. LTD.

Conducts Sustainable Service

**for Pharmaceutical Marketing in
Vietnam, Cambodia & Laos**

Registered Office:

P-3, LANG HA ROAD, HANOI CITY, VIETNAM
TEL: +84 4 3856 3821 FAX: +84 4 3856 3841 E-MAIL:
consusvietnam@gmail.com

Liaison Office: 38 Nam Chau, Dist. Tan Binh, Ho Chi Minh City, VIETNAM
Tel/Fax: +84 8 3971 2885

Associate Company:

MEDAS INTERNATIONAL LTD.
48A, E0, Street #222, Khan Daun Penh, Phnom Penh 12211, CAMBODIA
Tel: +855 23 220795 Fax: +855 23 220794 E-mail: medas@every.com.kh

INDIA CONTACT:

MR. ASESH KUMAR DAS
TEL: +91 33 2582 7329 / 3296 8508 FAX: +91 33 2582 8216
E-MAIL: akudas@gmail.com

গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া মানুষের সেবায় নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান -

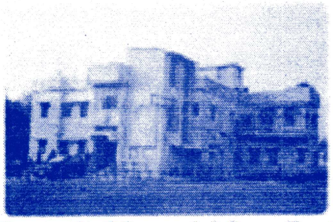

Suvendu Memorial Seva Pratisthan at Gobrapota village, 7.00 Kms. away from Krishnagar. (Phone- 03472-220255/220160)

M.L.A., Subinoy Ghosh extends his hands of cooperation from its inception.

আমরা পেয়েছি আদর্শগত সমর্থন ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা -

Minister of State, Govt. of India,
Mr. Satyabrata Mukhcrhee, plants a sapling.

দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে দাঁড়িয়ে মানব-সেবায় সামিল হয়েছেন অনেকেই

With best compliments from Sankareswar Datta, an ex-student of this noble institution

M.L.A, Shibdas Mukherjee in an inaugural Function

আমরা চাই সকলের সমর্থন ও সহযোগিতার হাত

Eye Patients are waiting for their turn.

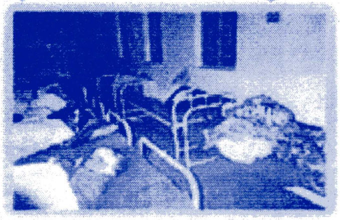

They receive sophisticated treatment and homely atmosphere at nominal or no cost.

They get back their vision and return home happily.

এই ঐতিহ্যময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজন প্রাক্তনীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য ।

Edited by Dr. Basudev Saha & Published by Dr. Pijush Kr. Tarafder on behalf of K.G.C.A.A
Printed at Bani Press, Designed & Composed by : Prosanta Pal, Krishnanagar, Nadia.